সেই বনলতা

জহুরুল আলম

ধ্রুপদী পাবলিকেশনস

সেই বনলতা

জহুরুল আলম

স্বত্ব: লেখক

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক

রিফাত আলম
মোবাইল: ০১৭৩৩৭৩৪৪০৬, ০১৬৭৯২০৬৭৭৯
E-mail: zalam111@yahoo.com

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশক

রিফাত আলম

মুদ্রণ

মা প্রিন্টার্স

প্রচ্ছদ

রাহাত

ধ্রুপদী পাবলিকেশনস
(ISBN: 978-984-94123-5-9)
মূল্য: ২৫০ টাকা (বাংলাদেশ), USD 15.00 (International)

সূচিপত্র

হৃদয়ের জানালায়

প্রলয় প্রবাহ যদি বয়ে চলে নিরবধি
সে প্রদাহে কী'বা আসে যায়?
তুমি রয়েছ যে পাশে আমারেই ভালোবেসে
মোর হৃদয়ের আঙ্গিনায়।

শ্রাবণ বরিষধারা অঝোরে ঝরিয়া পড়া,
বনতল অমানিশা ছায়,
তুমি যে গো আছ পাশে আমারেই ভালোবেসে
সে আঁধারে কী'বা আসে যায়?

আজিকে ভুবনজুড়ে ফাল্গুন কি শ্রাবণ,
চৈত্রদাহ কী'বা ভাদরের প্রবাহণ,
কোন কিছু এ পরানে কভুও না আলোড়নে
তোমার সে চাহনী বিনে,
তুমি রয়েছ যে পাশে আমারেই ভালোবেসে
চাহিয়া হৃদয় গহীনে।

নিশীথের আলোছায় কোটী তারার মেলায়
কোন তারা ঝরে পড়ে, কে'বা কাঁদে অঝোরে,
সে রোদন দেখিবারে সময় কেমনে পাই?
তুমি যে সদাই মোর, রয়েছ জনমভর
দাঁড়িয়ে হিয়ার জানালায়!
তোমারে দেখিয়া ফেরা লক্ষ তারায় ঘেরা
প্রাণের অসীম সীমানায়।

আমার গগনপটে তুমি যে তারকা মম
সদা জ্বলিতেছ বধু প্রাণের প্রতিম সম,
কভুও সন্ধ্যাতারা, কভুওবা শুকতারা,
কখনো বা ধ্রুবতারা হয়ে,
অরুন্ধতীর বেশে অসীমতায় হেসে,
সদা আকুলিত প্রণয়ে।

রহিনু তোমার সে গানে, তব স্বরলিপি-তানে
বিরচিত মহালগনে,
সেই সুর কথামালা, ছন্দ হৃদয় দোলা,
কেমনে তা পরিহারা হায়!
তুমি যে আমারি সনে, তোমারি আকুল গানে
আমার হিয়ার জানালায়!

হিয়ার বিন্ধ্যাচলে

তোমার কাননে কভু পেলে কি আমার সাড়া,
কভু কি সেথায় পাতা ঝরে?
যখন আমার আসা ফাগুন সমীর হয়ে
তব পরশনের তরে!

তব লহরিমালায় কখনো কি বয়ে যায়
শিহরণ আকুলতায়?
অবগাহন যখন তব তরঙ্গে মোর
আকুলিত প্রলুব্ধতায়?

সন্ধ্যার আলোছায় প্রহর বহিয়া যায়,
গগনে পূর্ণ শশী নীরবে আলো ছড়ায়,
সেক্ষণে আমারে স্মরে তুমি কি পড়িছ ঝরে
স্মৃতির পাতায় পাতায়?
সহস্র স্মৃতির তলে হিয়ার বিন্ধ্যাচলে
আমিই শুধু দীপ জ্বেলে যাই?

ফিরে ফিরে আসি সদা? শিউলিতলায় যেথা
সন্ধ্যায় জোনাকি মেলা,
আমারে পাবার আশে ফাগুনের দীর্ঘশ্বাসে
তোমার পরান উতলা?

নব অনুরাগ

হৃদয়ের দ্বার খুলে বুঝিতে চাওয়া নিরলে:
কেন পাখি গেয়ে চলে তার কাননে!
আগেও কি গেয়েছিলো? একই শাখে বসেছিলো?
তখনো কি শোনা তারে ধারণী প্রাণে?

সে গানে এমনি সুধা আছিলো সদা?
শত কথা বলে যাওয়া ছিলো সে গানে?
তখনো কি এই পাখি গাহিতো মধুর তানে
চাহিতো মেলিয়া আঁখি তাহারি পানে?

সে গান সুর-লহরি শোনেনি তো প্রাণ ভরি
নিরলে ভাবেনি এত কভুও আগে!
আজি সবই সুমধুর, পরানে বাজিছে সুর,
বিহ্বলা প্রাণ লব্ধ নব অনুরাগে।

সেই বনলতা

সহস্র কথার ভীড়ে দিবসে, নিশি-নিবিড়ে
সে কথাটি কভু না হারায়,
প্রাণের গভীরে বলা, নীরবে একেলা জপা
প্রেমধারে শত প্রার্থনায়।

দুশ্চ্ছেদ্য কথামালা কভুও হয় না বলা,
অনুরাগে শুধু চেয়ে থাকা,
আঁখির আড়ালে সদা লুব্ধ চরণে গাঁথা
বাসনালব্ধ মালিকা।

প্রাণের প্রদীপশিখায় প্রজ্জ্বলিত বিভায়
'ভালোবাসি' কভু না বলা,
দীর্ঘশ্বাসে কেবলি বলে যাওয়া: বলি বলি,
বক্ষ বিদরা, তবু কেন না বলা!

শুধু চেয়ে একবার দেখিতে যদি আবার
এই আমি সেই বনলতা,
তোমার তরুরে ঘিরে স্তব্ধ কত প্রহরে
বলিতে প্রাণের বারতা!

স্পর্শবিহীন আলিঙ্গন

সদা রয়ে গেলে হিয়ার অতলে
নীরবে সংগোপনে,
এসেছিলে মোর ভরা বসন্তে
গোপন আলিঙ্গনে।

একান্তে কাছে ধরে রাখা মিছে-
স্পর্শবিহীন প্রাণ,
তবু তুমিই মোর হিয়ার ফাগুন
নিরন্তর বহমান।

যে পথে তোমার সদা বিচরণ,
সে পথে আমার সুখ প্রবাহণ,
প্রতি প্রাতে, প্রতি গোধূলিপ্রান্তে
তোমার পরশ যাচা,
তোমারে হেরিতে গোপন অলিন্দে
সদা মোর পথ চাওয়া।

হৃদয় যে মোর সদা মাগে তোহে
পূর্ণ অবগাহনে,
কেন রহা প্রাণে সংগোপনে
স্পর্শবিহীন গানে!

বক্ষমাঝারে বেঁধেছি তোমারে,
কভু জানিলে না হায়,
লব্ধ পরানে, তবু রয়ে গেলে
অলব্ধ অজানায়!

সুধা আহরণ

কোন কথা আজি নাহি শোনা,
কোন কথা আজি নাহি বলা,
আজিকে শুধু সুধা আহরণ,
শুধু ভালোবেসে চলা।

যত কথা যতবার হলো বলা
সকলি রাখিয়া মনে
পরশনে প্রাণ আকুল করা
প্রেমার্দ্র অঙ্গনে।

আজিকে পুষ্প চয়নে চয়নে
কেবলি গাঁথা মালা,
পড়াতে সে মালা কন্ঠে তোমার
করে যেতে বিহ্বলা!

আজি শুধু স্বরলিপি রচে যাওয়া,
সকল বাণীতে সুর দিতে চাওয়া,
সেথায় তোমারে খুঁজে খুঁজে পাওয়া
নব রাগে অনুরাগে
শত প্রহরে যত কথা হলো
প্রিয়ঙ্গু প্রতিভাসে।

হৃদয়ের কথা শুনে শতবার
বিদূরিত শিত প্রাণের আঁধার,
জ্বলিত শিখায় বনে-নীলিমায়
কেবলি উড়ে চলা,
আজি ভুবনের যত কথা ভুলে
নয়নে নয়ন মেলা।

সুখের যাতনা

হৃদয়ের এত কাছাকাছি!
ঠিক যেন পরানেরও পরানে রেখেছি
তোমায়,
তোমারি বক্ষজুড়ে আছি!

প্রথম ফাগুন হতে কত ফাল্গুনী রাতে,
কতনা শ্রাবণ ধারাপাতে,
চৈত্রদাহেতে শত, বোশেখী প্রলয়ে যত,
শৈত্যে, অনলে, সন্তাপে!

সকলি সুধায় ভরা, পরান আকুল করা,
তুমি মোর ভুবনজুড়ে,
কেন আরো আরো কাছে নহেকো পরানপরে
আমার সকল প্রহরে!

আরো কত ভালোবাসা! হৃদয়ের কাছে আসা!
অনন্ত কামনা পারাবারে,
হৃদয়ের স্পন্দনে প্রলুব্ধ পরশনে?
হিয়া যে সতত হাহাকারে!

প্রাণের মণিকোঠায় তোমারে রেখেছি হায়
সযতনে সঙ্গোপনে,
কাহারো নাহিকো জানা, তুমি মোর আরাধনা,
আমারি সুখের যাতনা!

সারথি

যবে রথ পড়েছিলো চলার পথের পাশে,
চেয়ে চেয়ে দেখা মোর নিশীথে-প্রাতে-দিবসে,
অজানা আছিলো প্রাণে: ভাঙ্গা, সে'তো মোর রথ
পাড়ি দেয়ার তরে আমার সকল পথ!

তুমি এলে হিয়া মেলে ভাঙ্গা শকট দেখিলে,
জুড়িলে যেথা যা লাগে, আঙ্গিনা পর স্থাপিলে,
মনের মাধুরী দিয়ে সাজালে আমার তরে,
পক্ষিরাজ দিলে এনে, শকটে দিলে গো জুড়ে।

সে হতে মোদের পথে সাজানো সঞ্চরা রথে
তুমি আমি একসাথে বিচরা দিবসে রাতে;
সেই তুমিই হলে চিরকালের সাথী,
আমার চলার পথে শুধুই তুমি সারথি।

কোথা কোন অজানায় এ রথ ছুটিবে হায়,
কোথায় পথের শেষ, কোন কাননে প্রবেশ,
কোন কিছু নাহি জানা, না জানিতে নাহি মানা,
তুমি যে রয়েছ পাশে শুধু মোরে ভালোবেসে
আমার প্রাণের সাথী হয়ে;

কোথায় রহা কেমনে, না কিছু জানা এ প্রাণে,
কিছুই জানিতে নাহি চাওয়া,
তোমার আমার রথে পৃথিবীর পথে পথে
তুমি সারথি – পরম পাওয়া।

রুদ্ধপ্রাণ

তোমার ছবি আঁকার সময় খুঁজে না পাই
পাষাণ কঠিনে মোর ঠাঁই,
আমি যে পাথর ঠেলি দিবস নিশি কেবলি
কেমনে নীলাম্বরে চাই?

সেথা তব মুখছবি বিভাসিত নিরবধি:
আমারে ডাকিছ বার বার,
বিশাল কঠিনে মোর সন্তপ্ত নির্বাসন
সুনীল পানে না দেখিবার!

কেমনে গাহিবো গান? হেথায় বিলুপ্ত প্রাণ,
নাহি সুর-কথা-ছন্দ-তান,
শুষ্ক প্রদাহ-তৃষা, হীন শান্তি, হীন দিশা,
গরলধার প্রবাহমান।

অনলদাহ হতে কভু বিলীন প্রপাতে,
শতধারে নিমজ্জমান,
উতল প্রলয়লীলা, তরঙ্গ প্রহেলিকা,
প্রক্ষিপ্ত বানে ধ্বংশপ্রাণ!

কোথায় তুমি হে সেথা, কেমনে দেয়া বারতা?
পরান যে মুমূর্ষতায়-
এমন প্রলয়পাতে বিতুষ্ট অঙ্গনে
রুদ্ধপ্রাণ বিলুপ্ততায়!

হৃতা

(১)
প্রহরে প্রহরে না দেখিলে মোরে
পরানে আকুলা হতে,
হেথা সেথা খুঁজে ফেরা মোর তরে,
হৃদয় যে ধারাপাতে!

কখনো নীড়ে মোদের বাসরে,
কখনো কাননপাড়ে,
মোর তরে হিয়া বিষাদভারে,
পরান কুহরে মরে!

জানিতে তখন মোর বিচরণ
পৃথিবীর পথে দূরে,
সেক্ষণে রহা তব বাহুডোরে
কেমনে আপন নীড়ে?

তবু প্রতীক্ষার শেষ ছিলো না'কো,
গড়েছিলে যে ভুবন
কেবলি আমারে বক্ষে ধরে
সতত সে বিচরণ।

না দেখিতে পারা, পরশ হারা,
চাহিতে কি মোর পানে
শত কথা বলে দেয়ালের পাড়ে
আমার ছবির সনে?

শুধাতে কি তারে তদা কোন পাড়ে,
কেন না তোমার সনে?
কেন ক্ষণিকেও দূরে সরে রহা
অজানা কোন বিজনে?

সুদূর সুনীলে আঁখি দিয়ে মেলে
ডেকে যাওয়া নিজমনে
গোধূলিপ্রান্তে শত বিহঙ্গে
ধাবিত কুলায় পানে?

অবিরাম কি'গো কহিয়া ফেরা
তোমার যত আকুতি?
বুঝিতো কি ডানা মেলা বিহঙ্গ
তোমার শত মিনতি?

(২)
আজিকে শ্রাবণে ঘনঘটা সনে
আমার এ বিচরণে
তুমি নাই সাথে লীন চিরতরে
সীমাহীন প্রবাহণে।

হয়তো কোটী তারকা মাঝে
চেয়ে আছ মোর পানে,
হয়তো আঁখিধারেতে ভাসিছ
সুদূরে সঙ্গোপনে।

ক্ষুদ্র প্রহরে আমারে ছেড়ে
রহিতে কভু না পারা,
এক্ষণে কেমনে রহিছ একেলা
সতত আমারে ছাড়া!

প্রতি সাঁঝে যবে দীপ জ্বালাতে
ছোট্ট সাজানো নীড়ে,
মায়াময় আলোছায় আকুলে
মোর দেখা তোমারে!

সে দীপ নিভৃতে পড়ে আছে কোনে
আঁধার এ অঙ্গনে,
কে জ্বালিবে তা? শুধু নীরবতায়
হুতাশে আপনমনে।

সাঁঝের আঁধারে বাতায়ন পথে
চাহিয়া অন্বেষণে:
জোনাকির ঝাঁকে এলে কি তুমি
আঁধারে আমার পানে?

(৩)
সন্ধ্যাতারার চাহনী মাঝে,
অসীমের খাঁজে খাঁজে,
কাননের শত ফুল-পাতা মাঝে,
বিহঙ্গ কলতানে-

তোমারে খুঁজে পেতে চাওয়া মোর
প্রসারিত কালো রাতে,
কত কথা মোর বলে যাওয়া সদা
কেবলি তোমার সাথে।

জানা এ প্রাণে, তুমিও এ ক্ষণে
বিরহে পাগলপারা,
আমাবিহনে অসীমের কোনে
তুমি যে সকলহারা!

হয়তো নীরব দুপুরে আসা
প্রাণে নিয়ে শত আশা:
আমার নয়নে নয়ন রাখিবে,
পরশে রবে বিবশা।
অরুন্ধতীর ফোঁটা আঁখিধারে
শিশির বিন্দু হয়ে
হয়তো ভোরের শিউলি পরে
আক্ষেপে পড় ঝরে।

এমন করিয়া শতবার দেখা
ভুবনের সব কোনে-
কাননে-গিরিতে-তারার দেশে
তোমারে, ধরিয়া প্রাণে।

ভুবনের পথে একা বিচরণ,
একাকী আপন নীড়ে,
একা জাগরণ, একাকী স্মরণ,
এলে না যে আর ফিরে!

ভালোবাসি

কখনো না দেখিবারে, দৃষ্টির অগোচরে
সুদূরে বাহিত নদীতীরে,
অথবা কাননতলে ফাগুনের সমারোহে
সহস্র কুসুম সমাহারে-

সেথায় তোমার ভুবন, প্রতি প্রাতে বিচরণ,
প্রতি সাঁঝে দীপাবলী জ্বালা,
প্রতিটি নিশীথভাগে কী অপার অনুরাগে
আমার সনেই কথা বলা!

সে বারতা ডানা মেলে গগনে গগনে উড়ে
কুহরে আমারি হিয়াতলে:
ভালোবাসি, ভালোবাসি বলে যায় সারা নিশি
সিক্তে সুধায় গরলে।

ঠিকানা কোথা অজানা, তোমারে হেরিতে মানা,
তবু তুমিই চিরবাসনা,
সুদূর অন্তরালে, আলোকে আঁধারাচলে
রয়ে গেলে চিরযাচনা!

বিফলা ফাল্গুনী

তোমার সায়রে প্রহরে প্রহরে
কতনা অবগাহন,
তরঙ্গায়িত না হলে কভুও,
বিফল সন্তরণ!

তব কাননের যত ফুল-পাতা,
যত কলি সবুজ তরুলতা
সতত প্রেমের পরশনে তবু
বিরহিত আলোড়ন,
বিহঙ্গ সে বনে নাহি কলতানে,
পথহারা সমীরণ।

তোমার গগনে ঘনঘটা সাজে
কত বিচরণ দিবসে সাঁঝে,
বরিষণ তবু নাহি হিয়ামাঝে,
কোন সুর নাহি হায়,
অন্তবিহীন নীরব আঁধার
হৃদয়ের সীমানায়।

ফাল্গুনী যত গাওয়া বার বার,
অর্ঘ্যে অর্ঘ্যে ফুল সমাহার,
পরানে তবুও শ্রাবণ-আষাঢ়,
ফাগুন না খুজে পাই,
তব কাননের প্রান্তসীমায়
প্রতীক্ষায় রয়ে যাই!

ফিরে ফিরে আসি

তোমার অন্ত:পুরে প্রহরে প্রহরে আমি
বার বার উঁকি দিতে আসি,
নিদ্রায় জাগরণে ফেরা তব অঙ্গনে;
তোমারে যে আমি ভালোবাসি!

তোমার সুপ্ততায় আবার শুনিয়ে যাই
শিহরিত প্রাণের বাঁশি
নিঝুম নিশীথে পথে-প্রান্তরে-বনতলে;
তোমারে যে আমি ভালোবাসি!

বক্ষ বিদরা মোর গানের সকল রাগ,
ছন্দে-কথায় কত ঝরে পড়া অনুরাগ!
তোমারে বোঝাতে, শুধু কণাটুকু বুঝে নিতে
তব অঙ্গনে ফিরে আসি,
বুঝিলে কি হিয়াতলে কতনা অনলে জ্বলে
পুড়ে ছাই, তবু ভালোবাসি;
তোমার অঙ্গনে আমি বার বার ফিরে আসি,
তোমারে আমি যে ভালোবাসি!

ফাগুন হারিয়ে যায়

মোর অঙ্গনে হ্যত ফুলবন,
সেথায় সতত সমরাঙ্গন,
প্রাতের সমীরে, রাতের নিবিড়ে
কেবলি রণনিনাদ,
মোর ফাল্গুনে অনুরণনে
অশনিসম্পাত।

সমরে সমরে জীবন আমার,
সবুজ পাতা, ফুল সমাহার
কভু না দেখা, সব পথরেখা
রণাঙ্গনে ধায়,
কোথা এ রণের পরিসমাপ্তি
প্রশান্তি কোথা পাই?

ক্লান্ত সমীর সদা প্রবাহিত
হ্যত বসন্তধারে,
আলোকবিহীন ভুবনে আমার
বিচরণ রণভারে।

মোর বনতলে জোনাকির আলো
শিউলিপাড়ে নিভে হলো কালো,
ফাগুন কোথায়? সমরে যে প্রাণ
মাথাকোটে সন্তাপে
সারাটি জনম সমরাঙ্গনে
বঞ্চিত অনুতাপে।

ভালোবাসার মুখছবি কভু ভাসে
অনলে-ভষ্মে-ত্রাসে,
প্রেম লহরির রাগিনী বাজে
নিষ্‌ঠুর পরিহাসে।

প্রান্তিকতার শেষ সীমানায়
প্রাণের লালিমা নীরবে হারায়,
জীবনের সংগ্রাম রয়ে যায়
হরিদ্রাভ আঙ্গিনায়,
রণে রণে ফাল্গুন প্রস্থানে
প্রশান্তি কোথা পাই!

প্রিয়তমা

সারা জনমের তরে আমার প্রাণের পরে
তুমি রহা হয়ে নিরুপমা,
যতই তোমারে পাওয়া, আবার ফিরিয়া চাওয়া,
তুমি যে আমার প্রিয়তমা।

কাননে বসন্ত বায়? আলোক প্রদীপশিখায়?
শত পাখি গান গেয়ে যায়?
কোন কিছু নাহি দেখা, তোমার লালিমা যে আঁকা
আমার প্রাণের আঙ্গিনায়!

ভুবনের যত গান সকলি যে ম্রিয়মান
যখন তোমার কথা বলা,
যেথায় যতনা সুর সকলি তদা বেসুর
যবে তব গান গেয়ে চলা।

মোর সুনীলে সুনীলে যত মেঘ চলে উড়ে,
রাতের গভীরে সেথা যত তারা কেঁদে মরে,
আমার সায়র জলে পদ্ম যত আঁখি মেলে
প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোছায়,
সকলি হীন এ প্রাণে যবে তব পরশনে
আবেশমগ্ন নিরালায়।

পোড়া বন

ফাগুন কি কভু ফিরিবে ভুবনে?
আমি যে চৈত্র দহনে
জ্বলে পুড়ে অঙ্গার শতবার
অনলবাহিত পবনে।

ফাগুনের যত ফুল-কলি-পাতা,
যত ছিলো সবুজ তরু-লতা,
চৈতি আগুনে পুড়ে হলো সারা
নিদারুন যাতনায়,
মোর পোড়া বন তৃষিতাঙ্গন
মরুপ্রান্তিকতায়।

সবুজের মাধুরীমা কোথা হায়!
রঙ্গসমারোহ আজি লীনতায়,
যত ছিলো প্রাণ বহ্নিশিখায়
যাতনার সীমানায়,
আমার কাননে উড়িছে ভষ্ম
প্রবল চৈত্র বায়।

আসিবে কি কেহ ক্ষণিকের তরে
কণা বসন্ত নিয়ে মোর পাড়ে?
চাতকের মত তৃষিত আমার
আকাশপানে চাওয়া,
নাহি মেঘকণা নীলাম্বরে
প্রশান্তি কোথা পাওয়া?

নিছুনি কুসুম

পাতার অন্তরালে একটি একটি ফুল
সযতনে রেখে বলে যাও:
আমারে দেখিছ সদা, আমাতে রয়েছ বাঁধা
আমারি সনেই কথা কও।

নিছুনি কুসুম শত কুড়ানো অবিরত-
তোমার সুবাস যদি পাই
আহরিত শত ফুলে অর্ঘিত অন্তরালে;
তোমারে যে সদা পেতে চাই!

হৃদয়ের ছবি আঁকা, আবির-লালিমা মাখা
কুসুম হৃদয়পরে রাখা
কী অপার অনুরাগে হিয়ার অন্তভাগে
তব মুখছবিখানি আঁকা!

অত:পর শুন্যতা, না পাওয়ার ব্যথা,
তুমি যে গো সদা অন্তরালে:
কণাটুকু নাহি দেখা, কেবলি কল্পরেখা,
প্রাপ্তি শুধু বাসিত ফুলে।

সে সুবাস সুধা হয়ে পরানে গেল গো রয়ে,
অধরা সতত রয়ে গেলে
অপার শুন্যতায়, স্বর্গপ্রদা বিভায়
আলোছায় মোর হিয়াতলে।

আষাঢ়ক্লান্ত প্রাণ

আষাঢ়ে আষাঢ়ে কেটে গেল বেলা
দিনমণি দেখা দিলো না,
আমার ভুবন আষাঢ়ক্লান্ত,
বসন্ত ডানা মেলে না।

ঘনঘটা গগন প্রতিক্ষণ
তমসাবৃত কুহেলিকা,
গহনে চলা, ইশারায় বলা,
বিষাদক্লান্ত প্রতীক্ষা!

না দেখার, না বলার-পাওয়ার
এমত দীর্ঘ তিতিক্ষার
পরিসমাপ্তি কি কভু না হবার?
জনম আঁধারে রহিবার!

আলোকধারে ভাসাতে ভুবন,
বহাতে হেথায় ফাগুন সমীরণ,
রচিতে এ প্রাণে কণা ফুলবন-
ভ্রমরের গুঞ্জন
কেহ নাই হায় মোর আঙ্গিনায়
কেমনে রচা কানন!

আমার মন্দাকিনি

যতকাল তুমি পাশে শুধু মোরে ভালোবেসে
শ্রাবণ চৈত্র নাহি জানা,
তোমার ফাগুনে ধরা হলো গো পাগলপারা,
এঁকে দিলো শত আলপনা।

যেমন শীর্ণ ধারা ভাদরে দিশেহারা,
কোথা অজানায় ছুটে যাওয়া
সুদূরের আহ্বানে ভালোবাসার গানে
সাগরকে তার খুঁজে পাওয়া।

তেমনি তোমার চলা হৃদয় করি উতলা
নদী হয়ে মোর প্রান্তরে;
হে মোর মন্দাকিনি, প্রশান্তি প্রবাহিণী,
রয়ে যাওয়া সদা অন্তরে।

প্রকাশে-সংগোপনে চাহিছ হৃদয়পানে
প্রজ্জ্বলিত হাজার শিখায়
দিবা-রাতি হিয়ামাঝে, আমার সকল সাঁঝে
দীপাবলী হয়ে মহিমায়।

নাহিকো জানা এ প্রাণে কী অর্ঘ্য এ ভুবনে
বিরাজিছে তোমায় দানিতে,
তুমি যে আমারি সদা হয়ে আছ রূপকথা
শত অর্ঘ্য তোমায় বরিতে।

অলঙ্ঘ্য প্রলয়

স্মৃতির পাহাড়গুলো সযতনে এলোমেলো
করে দিয়ে গেলে মোর প্রাণের পরে,
সারাটি জনম যেন সকল প্রহরে মোর
অজানা পাহাড়ে শুধু খোঁজা তোমারে।

তোমার স্মৃতি যেন বিস্মৃতি আড়ালে কভু
না ঢাকে, তেমনি এলো মেলো,
যখনি প্রাণের মাঝে চাহিবো সকাল সাঁঝে,
যেন দেখি স্মৃতিগুলো সব অগোছালো।

একটি পাহাড়ে, সেথা ফুলের সুবাস সদা,
কাননে কাননে যেথা ছিলো বিচরণ,
অপর পাহাড়, সে’তো অনধিগম্য,
সেথা শুধু ধেয়ে চলে ভরা বরিষণ।

একটি তটিনী ছিলো, যা সদা বয়েছিলো
তোমার আমার নীড়ের প্রান্তসীমায়,
সে নদী কোথাও নাই, তারে যে খুঁজে না পাই,
সেথা শত স্রোতধার লহরিমালায়।

একটি একটি দিন ছিলো আঁধারবিহীন,
শত সাঁঝ-রাত, সবই আকুল করা,
আজিকে অগোছালো, এলো মেলো স্মৃতি মাঝে
শত পাহাড় ডিঙ্গানো পাগলপারা!

এত যতনে কেন প্রলয় বহানো প্রাণে,
কেন না মুছে ফেলা ভ্রান্ত প্রণয়!
কেন'বা বিস্মৃতি তলে হারাতে মানা আমার,
কেন'বা বহানো প্রাণে অলঙ্ঘ্য প্রলয়!

অতলান্ত পাড়ে

দীর্ঘ বৃক্ষসারি, গগনচুম্বী বাড়ি
অতলান্ত পাড়ের নগরে,
যন্ত্র পাখি সুনীলে অবিরাম ডানা মেলে
উড়ে চলে, না তাকায় ফিরে।

গগনে তপন আসে সন্তর্পনে চায় হেসে,
নিস্প্রাণ চলা তার সারা দিবসে,
ঘন কুহেলিকাতলে লুকায় কিসের ছলে!
অতৃপ্ত মরণ যেন দিনের শেষে।

শীতল পবন ধায় অজ্ঞাত ঠিকানায়
নিস্প্রাণ ম্রিয়মান গতিহীনতায়,
ছন্দহীন লীনতায়, পরশহীনতায়
সহস্র রোদনের প্রান্ত্যসীমায়।

এ আকাশ, এ বাতাস, দীর্ঘ বৃক্ষমেলা
মোর পরান কভু না করে উতলা,
সকলি অচেনা প্রাণে, কভু হৃদয় না টানে,
নিরানন্দ হেথা মোর পথের চলা।

দিবসের অবসানে নিশীথের আগমনে
শত সহস্র দীপে আলোর ভুবন,
সে দীপের পাদদেশে আঁধারের অন্ত্যদেশে
অপার হীনতার ক্রূর বিচরণ।

হেথায় আমার বন, অবারিত সে গগন,
ফাল্গুন-বোশেখ-শ্রাবণ
কভু না দেখিতে পারা – সতত সর্বহারা
নির্লিপ্ততায় মোর সদা বিচরণ।

মুকুলিত বৃক্ষ শত সুরভিত নিয়ত –
সেথা পড়ে আছে মোর সকল পরান,
সেথায় নদীর পাড়ে, বন-পুকুরের ধারে
পবন শোনাতো মোরে হৃদয়র গান।

মোর সে মাটির পরে পৃথিবী আকুল করে
শ্রাবণ অঝোরে সদা যেতো যে ঝরে,
তপন হাসিতো নীলে সোনালি ডানা মেলে,
ঘুঘু কত ডেকে যেতো দ্বিপ্রহরে।

শত ফাল্গুনীধারে আমার প্রাণের পাড়ে
আছিলো সেথায় তোমার কত বিচরণ,
ছায়াবীথীর তলে কাননের অন্ত্যস্থলে
সতত প্রার্থিত তব আগমন।

বিগত স্মৃতির ডালা বৃথাই আজিকে খোলা,
শীতল পাষাণে মোর ফিরে ফিরে চলা,
হেথা সবি অচেনা, পরানে কভু না জানা,
শীতল এ নগরেতে আমি একেলা!

স্বর্গপ্রদা

আমার ভুবন যবে শ্রাবণে সিক্ত হবে,
যবে ঘনঘটা বয়ে যাবে,
যেদিন অনুভবে কোন গান নাহি রবে,
সব কথা সুর হারাবে;

সেদিনও তোমার প্রাণের স্রোতধার বার বার
আমার পানেই বয়ে যাবে?
সেক্ষণে আমাবিহনে গরল অবগাহনে
তোমার হৃদয় বিলাপিবে?

মোর না রহিলে গানে বুঝিবে তদা কেমনে
হৃদয় শতধা সদা তোমার তরে,
কী অপার অনুরাগে সতত বিষাদ-ভাগে
প্রতীক্ষ্য রহা মোর বিরহধারে।

কেমনে দেখা তোমার, যবে এ হিয়ার দ্বার
আবদ্ধ সতত ঘন অন্ধকারে,
তব লীনতা সেক্ষণে, যখনি আমার পানে
ধাবিত বাঁধিতে তদা হৃদয়ে মোরে।

তোমার ফাগুন দিনে আমার বোশেখী প্রাণে
আসিবে কি বধু শুধু আমারে পেতে?
তোমার অসীম নীল ত্যাজিয়া হবে বিলীন
আমাতে- আমারি অতল প্রপাতে?

সেদিনও কি মোর পানে চাহিবে ও দু'নয়নে,
নিষিক্ত করিবে মোরে প্রেমবানে?
আলোক প্রবাহনে ভাসাতে শুধু মোরে
উদ্ভাসিবে আবার আঁধার গগনে?

উদভ্রান্ত আমার প্রহর বোশেখী বালুর চর
জরজর শুষ্ক মরুর দহনে,
তখনো কি তব প্রাণে সতত প্রবাহনে
অবারিক সুধা শুধু আমার পানে?

তোমার প্রশান্ত বায় শান্তি রচ হেথায়-
মোর পোড়া মরু-প্রান্তরে,
স্নিগ্ধ কোমলতায় প্রশম জ্বালা হিয়ার,
এনো হে স্বর্গসুধা এ অন্তরে।

স্বপ্ন

স্বপ্ন আমার প্রাণমাঝে রয়ে যাক,
স্বপ্ন হয়েই নাহয় বহুক
মোর চির অনুরাগ।
চির বিদায় চিরকালের তরে,
দেখিওনা একবার পিছু ফিরে,
স্বপ্নবিহীন বিনি:সরণে
আপনারে খুঁজে নাও,
যাচিও না মোরে, আপন আসরে
সুখ খুঁজে বেড়াও।

কল্পলোকের স্বপ্নমাধুরী,
অনাদিকালের অপার বিভাবরী
প্রাণমাঝে মোর জন্মান্তরে
চিরসুধা হয়ে থাক,
আমার স্বপ্ন আমাতেই রয়ে যাক।

সেথায় তুমি শুধু মোর সনে,
জড়িয়ে মোরে দু'বাহুডোরে
গভীর আলিঙ্গনে,
সেথায় পরশ শত সুধামাখা
হৃদয়ের আলোড়নে;

সেথায় যে প্রাণ শুধু ভালোবাসে
নিশীথের আলাপনে।
রিক্ত বক্ষে যুক্ত করে শত জনমের তরে
শতকোটীবার বলে গেলে শুধু
ভালোবাস তুমি মোরে;
কেমন করে এমন স্বপ্ন ত্যাজিবো চিরতরে?
কোন আঁধারে পথ চলিবো
প্রজ্জ্বলিত পথ ছেড়ে!

স্বপ্ন! সে হোক না স্বপ্ন রচিত এ হিয়াতলে,
কল্পলোকের আল্পনা মোরে
হৃদয়ের কথা বলে;
মুছিও না এ লালিমা পরানে
ধসিও না আল্পনা প্লাবনে;
স্বপ্নের গান হৃদয়ে বাজে
স্বর্গমোহিনী রাগে,
মোর হৃদয়ের যত বাণী যে গো
অঙ্কিত অনুরাগে।

তিলে তিলে গড়া তিলোত্তমা
আমার স্বপ্নবাসরে,
শুধু তুমি আমি দ 'জনা বিজনে
আমার কল্পাসরে।
স্বপ্নাবেশে ঘুমের দেশে ফিরে চলা অজানায়,
কী'বা আসে যায়, কখন কোথায়-
বনতলে, নীলিমায়?
সায়রতটে, প্রান্তরে পথে
অপার উছলতায়,
তুমি সাথে মোর স্বপ্নের দেশে
সকল পরিক্রিয়ায়।

স্বপ্নবাসর তিলে তিলে গড়া
হিয়ার চাওয়ার নকশিকাঁথা,
যবে প্রাণ চায় মেলে দিয়ে দেখা,
অঙ্গে জড়িয়ে নেয়া,
পরশ পাওয়া, গন্ধ নেওয়া,
আবেশ-মগ্ন রওয়া।
এটুকুই মোর মহাসম্বল, ধারাপাতে আগুন,
দাবদাহে সুশীতল বারিধারা, শ্রাবণে ফাল্গুন।

স্তুতি

হৃদয়ের যত কথা, প্রসক্ত লুব্ধতা
নিরবধি তোমারে শোনাবো,
আমার অর্ঘ্যধারে তোমারে ভাসাবো আমি
তোমারি স্তুতি গেয়ে যাবো।

মোর প্রাণে অবিরত যত সুর প্রবাহিত,
তোমারি তরে মোর যত গান রচিত,
যত কথামালা সদা হৃদয়ে ধ্বনিত হয়,
যত ছন্দ করে সদা নৃত্য;

সব সুরে সব গানে, সব স্বরলিপি তানে
তোমার স্তব স্তুতি রচিবো,
সব তাল-লয় রাগ-ছন্দ সম্মিলনে
তোমারি প্রাণে অর্ঘ্য ঢালিবো।
অজি তোমারি স্তুতি গেয়ে যাবো।

যত বাণী বিরচিত তোমার তরে নিয়ত
গান হয়ে ধায় তব পানে,
শত রাগে-অনুরাগে সুর মূর্ছনাধারে
তুমি স্থিতা আমার পরানে;

সকলি বক্ষে ধরে কেবলি তোমার তরে
স্বর্গ-সুধা আহরি ঢালিবো,
একটু একটু করে তোমার হিয়ার পরে
আমার পরশ দিয়ে যাবো।
আজি তোমারি স্তুতি গেয়ে যাবো।



সেই নীড়ে

সুধায় ভরাতে প্রাণ গাহিলে কতনা গান
নীড় ছেড়ে দূরে বনপাড়ে,
তোমার রচিত গান শুনে যাওয়া অবিরাম
একাকী মোদের গড়া নীড়ে।

আরো ভালোবেসে যেতে, অর্চনায় ভাসাতে
চলে গেলে বায়ু-নৈর্ঋতে
না রয়ে আমার সাথে মিলন-বাসর রাতে,
কেন ফেরা দিশাহীন পথে!

নয়নে নয়ন রেখে সদা মোরে দেখে যেতে
আমার নয়নে নাহি চাওয়া,
কাজল মেঘের দেশে ফেরা নিশীথে দিবসে
আমাবিনে মোরে খুঁজে যাওয়া!

মোর ঘন কুন্তলে হারিয়ে যেতে আকুলে
নৈ:শব্দ অতলে বিরলে
আমারে বাসরে ফেলে আঁধারতলে হারালে,
কত কাল সেথা রয়ে গেলে!

আমার যাতনাভার প্রশমিতে সুধাধার
বহালে অজানা স্রোতধারে,
যেথা আমার না রহা, প্রেমধার নাহি বহা,
নহে পাশে, নীড় হতে দূরে।

আমারে খুঁজিতে কেন অসীমে তাকানো হেন?
আমি তব পাশে সেই নীড়ে,
আমারে পাওয়ার তরে তোমার না যাওয়া ফিরে
শত কোটী মানুষের ভীড়ে।

একটি আমিই হেথা তোমারে যাচিছি সদা,
দূরে সরে যাওয়া কেন বৃথা?
মোদের সাজানো নীড়ে আমার তোমারি তরে
অহর্নিশ শত মালা গাঁথা।

আমারে পাবার তরে জন্ম-জন্মান্তরে
রয়ে যেও মোর প্রাণপরে,
আকুল আঁধারিমায়, জ্বলিত দীপমালায়
রেখে দিও মোরে বাহুডোরে।

সহজ হিসাব

চতুর ওরে কেমন করে
তোমার নাগাল পাওয়া?
যে পথেই যাই খিড়কি খুলে
তুমি বরাবর হাওয়া।

গলির মোড়ে ছায়া যবে দেখা
তড়িঘড়ি চম্পট,
আর কতকাল পালিয়ে বেড়ানো
চালিয়াত-লম্পট!

আজিকে তুমি পড়েছ ধরা
হনুমান মুখপোড়া,
কোথা পালাবে? গুনে গুনে দিবে
দেনা যা হিসেব করা।

ধার নিয়েছি? কবে কেনখানে?
নাইতো কিছুই মনে,
ক্ষ্যামা ঘেন্নায় ভুলে যেও দাদা
দাবী রাখিও না প্রাণে।

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায়
না কিছু ভুলিবার,
সুদে আসলে আদায় করিবো
পাওনা যা নেবার।

বুঝে নেবে দেনা? মোর না জানা,
কবে নিলেম সে টাকা?
সেদিন রে ব্যাটা যে দিন তুমি
দৌড় দিয়েছিলে ঢাকা।

ঢাকা? সে কোথা? কোন গেরামে?
শুনিনি তো কভু নাম!
কোথা সে বাগান, কোন নদীতীরে?
ফলে সেথা কত আম?

ধূর্তামি যত মাথায় নিয়ত
সব কিছু পরিহারি
কাজের কথায় এসো হে চন্দ্র
না করি বাড়াবাড়ি।

কেমনে পালাবে? সকল কপাটে
লাগানো লোহার খিল,
কোথারে গনেশ, নরেশ, পরেশ,
ভবদেশ, নিখিল!

বিমাতাসুলভ আচরণ কেন
করিছ দাদা আমার?
কত হলো ধার বল একবার,
এয়েচি টাকা দেবার।

সুদটুকু শুধু করিও ক্ষ্যামা
আসল যা নাও ভাই,
কাবুলিওয়ালা নয়তো তুমি
গেরামেরই জামাই।

সব দিতে হবে, হিসেব কড়া,
সুদই তো আসল,
আশি টাকা সুদ পাঁচ বছরে
পাঁচ টাকার মাসুল।

ঠিক আছে দাদা, পঁচাশি টাকা,
এই তবে পাওনা?
এমন কি আর! সকলি দেবো
তড়িৎ শুধিবো দেনা।

কাল, ধর দেয়া ষাট টাকা,
আর পরদিন আরো বিশ,
আর কত টাকা রইলো দেনা?
কী দাদা অবনীশ?

অবনীশ বলে পাঁচ টাকা বাকী,
হিসেব সোজা সরল,
ধুরন্ধর বলে: মোটে পাঁচ টাকা,
তাই নিয়ে এ্যাতো ছল?

সে টাকা নাহয় পরদিনই নিও,
এবেলা আমি যাই?
সব টাকা তো শোধবোধ হলো
আর কথা কোন নাই।

নমস্তে, দাদা, এ্যাত্তো সহজে
শোধবোধ ধার দেনা,
দেনাদার তবে যাক চলে আজ
নেইকো কোনই মানা।

শেষের প্রদীপ

আজিকে শেষের বেলা পরানপাতে একেলা
কেন এলে এ গোধূলিপ্রান্তে?
আমার সকল প্রভা মিলাবে সাঁঝের শোভায়
শশী, কোটী তারার সীমান্তে।

পরানে জ্বলিত ছিলে আমার প্রতিটি কালে,
নিশীথে-প্রভাতে-বিকেলে,
সেক্ষণে আমার প্রাণে না কোন প্রাতের গানে,
নহে মোর ফাগুনে বিরলে-

তোমার দেখা না পাওয়া, পথপানে শুধু চাওয়া,
বৃথা রহা তব প্রত্যাশে,
তুমি সদা রয়ে গেলে প্রাণের অন্তরালে
এলেনা তো কাছে ভালোবেসে!

সেই তো এলে গো হেথা, মোর পরিভ্রমা যেথা
সমাপ্ত, শেষের প্রদীপ জ্বালা,
এক্ষণে আমার পানে কত সুধা প্রবাহণে
তোমার চেয়ে দেখার পালা!

তোমার ঘুমের তলে স্বপ্নের দিগভালে
হয়তো বিভাসা কোনকালে,
মোর চাওয়া তব পানে, তোমাতে রহিতে প্রাণে,
রাখিতে যতনে হিয়াতলে।

শত প্রহর প্রদাহে কাটানো বিষণ্নদাহে
কেবলি চাহিয়া পথপানে,
ভোরের আকুল গানে, সাঁঝের ব্যাকুল তানে,
আঁধারে নীরবে বাতায়নে।

প্রাণের প্রলাপ যত প্রাণ শুনিলো সতত,
নি:শব্দে হিয়া কুহরিলো,
আমার এ শোকভার কাহারো না জানিবার,
হৃদয় সকলি শুষে নিলো।

হিয়ার অন্তরালে ধারাবাহিত গরলে
কারো নাহি পশা কোনকালে,
ধরার অজান্তে তাই গরলপ্রদাহ ধায়
আলোর ওপাড়ে আঁধারতলে।

তোমার ক্ষণিক আসা, মোর পানে চেয়ে হাসা
আজিকে এ শেষ প্রহরে,
এ নহে নবাগমন, আছিলে প্রতিটিক্ষণ
অজান্তে মোর প্রাণপরে।

শেষ লিপি

মোর শেষ লিপি রেখে দিও সযতনে
সে মাধবীতলে যেথা দেখা হতো
তার সনে নিরজনে।

যেথা পরানের অমৃতবানে
কেবলি চাহিয়া রহা তার পানে,
যেথা তার বাণী আকুলে ধ্বনিত
হতো শুধু মোর তরে,
যেথা হৃদয়ের যত কথামালা
গান হতো শত সুরে।

সেথা রেখে দিও মোর সে কথা,
হৃদয় নিস্রুত আকুল বারতা,
যদি কভু তার হেথা ফিরে আসা
শুধু কাছে পেতে মোরে,
বুঝিবে সে তদা কতনা শ্রাবণ
বহিলো প্রাণের পরে!

মোর এ লিপির প্রতি চরণে
ভালোবাসা শতধারে বিচরণে,
প্রবাহিত যে গো শুধু তারই পানে
আকুলিত নির্ঝরে,
যদি তার আসা আবার হেথায়
বুঝিবে সকলি স্মরে।

প্রাপ্তির পাড়ে অপ্রাপ্তিধারে
চলা ছিলো মোর প্রহরে প্রহরে,
অলব্ধতার অনুভবে প্রাণে
সতত আঁধার ক্ষণে,
সে তো ছিলো সেথা, বিলীন অযথা
না চাহি আমার পানে!

তারে বিনে ধু ধু চৈত্র দিনে
বিষণ্ণ আলাপনে,
কত ডেকে ফেরা, কত গান লিখা,
ফিরিলো না মোর পানে,
শেষ লিপি মোর হৃদয়ে ধরিয়া
স্মরিবে কি মোরে প্রাণে?
সে তো ছিলো সেথা, বিলীন অযথা
না চাহি আমার পানে।

শেষ ফোঁটাবারি আঁখির কোনে
সমর্পিত তারই অঙ্গনে,
শুধু একবার দেখিতে তাহারে
ভুবন ত্যাজিয়া ফেরা,
সারাটি জনম পথপানে চেয়ে
স্বপ্নবাসর গড়া।

অসীমালোকে ফেরার কালে
তার রয়ে যাওয়া অধরাচলে,
কেমনে তাহার পরশ লভা
মহাচলের আঁচলে?
তাই শেষ লিপি তাহার তরে
ত্যাজিনু সে বনতলে।



শাশ্বতী

হয়তো আবার ফাগুন প্রহরে
আর বসন্ত গানে
যবে ভালোবাসা সকল নীড়ে
বিস্তৃত কাননে;
সেদিন মোদের দেখা হবে ফের
মুখরিত অঙ্গনে।

সে ফাগুন আর না আসে যদি,
শ্রাবণধারা বহে নিরবধি,
দু'কূল ভেঙ্গে ছুটে চলে নদী
তিরোহিত অনুরতি,
সে ক্ষণে কি আঁখি মেলিবেনা কলি?
বিরহিত অনুভূতি?

তখন কি সারা ভুবনে ভুবনে
বয়ে যাবে দেয়া ক্ষুব্ধ বাহনে?
সবহারা প্রাণে বিষণ্ণ গানে
শেষ হবে দেয়া নেয়া?
শ্রাবণধারা পাগলপারা
রোদনে রাখিবে হিয়া?

দু'জনার শুধু দোঁহারে স্মরিয়া
না জ্বালিবে কভু প্রাণের দিয়া?
পরানে কভু না কুহরিবে কেকা
স্মৃতিটুকু ঘিরিয়া?
বিশুষ্ক অবারিত প্রান্তরে
না চাহিবে ফিরিয়া?

ফাগুনে শ্রাবণে বনে অঙ্গনে
দেখা হলো কি না হলো,
কি'বা আসে যায় বসন্তে অলি
গাহিলো, না ফিরে গেল!

তুমি যে সুধায় ভরালে মোরে
প্রতি ক্ষণে মোর প্রাণে,
কী আকুতি প্রবাহিলে অন্তরে
অপার প্রাপ্তিদানে!

সে পাওয়ার স্মৃতি জ্বলিত প্রতীতি
হৃদয়ের প্রবাহণে,
তুমি রয়ে গেলে চিরতরে মোর
হৃদয়ের অঙ্গনে।

কেমনে দোঁহারে মুছে ফেলে চলা
ভুবনের পথে-বিপথে একেলা?
কেন না রাখা বক্ষ-পাঁজরে,
যেথা প্রাণ কেঁদে ফিরে?
কেন দেখা সদা ফাগুন-ভাদর,
না ফিরিয়া অন্তরে!

ফাগুন-শ্রাবণ পরিশেষে আছে
দীর্ঘ শীত-হেমন্ত,
শরতে শীর্ণ তটিনী মোহিনী,
শুভ্র কাশ প্রশান্ত।

অবারিত নীলে ডানা দিয়ে মেলে
শুভ্র বলাকা পালা করে চলে,
সেক্ষণে মোদের দেখা যদি হয়,
হিয়া কি শিহর-বানে
ছুটিবে না তোহে সঙ্গে লইয়া
শংসিত অঙ্গনে?

হেমন্ত-কনক প্রকৃতি জুড়ে
তোমারে আবৃতে পরানপাড়ে
তব স্পর্শ সে সোনালি ধারে
মোর ধমনী ঘিরে
বহাবে সতত প্রদীপ্ত শিখা
আমার প্রাণের পরে।

তুমি ছিলে মোর প্রথম প্রহরে,
রয়ে যাবে চিরতরে,
কেহ কোনদিন ভুবনে অসীমে
না পারিবে নিতে কেড়ে।

শত চুম্বন

পাহাড় প্রতিম তরীর শিখরে কতকাল সাগরে বন্দরে
আমার চলা দিবসে নিশীথে আলোতে অন্ধকারে,
কভু অতলান্তে, কভু প্রশান্তে, কভু ওডেসার পাড়ে।

কভু উপকূলে তীরের কোলে হাভানা, বসফরাসে
প্রহরের পর প্রহর কাটানো অচেনা পরীর দেশে
এক নিশীথের চাতক হয়ে তৃষাতুর অবকাশে।

শিখর হতে ভুমিতে বিচরা, উল্লাসে মেতে নিশীথ উজাড়া,
আবার পাহাড়শৃঙ্গে আহরা পরের ঠিকানায়,
ভুবনজুড়ে কত ঠিকানা, কোনটি আমার নয়!

অবারিত সায়রে তরঙ্গে সারা ভুবনের বিস্তৃতাঙ্গনে
শিখর হতে ঈগল আঁখিতে চেয়ে দেখা দিগন্তে,
সেথা কি কভু কারো মুখছবি অঙ্কিত নীল পটে?

কোথা সে আঁখি, যার অতলে হারাতেম প্রতি নিশীথে-সকালে?
লহরিমালায় সে মুখছবি খোঁজা সাগরের নীলে;
কল্পনার দেশে শুধু তারে দেখা ঘুমের অন্তরালে।

দিবাকর প্রখরে দেয় হানা, শুষে নেয় সাগরের জলকণা,
সাদা-কালো মেঘ করে রচনা ছড়াতে ভুবনজুড়ে,
ওরা ওড়ে দিনে, রাতের প্রহরে বনে-মাঠে-নির্ঝরে।

জলদ-বক্ষে লিখি মোর নাম, শত দিবস-নিশি লিখা অবিরাম,
যদি কভু সেই বাতায়নে-ছাদে অথবা সেই কাননে
ঝরে পড়ে শুধু তোমার কপোলে মোর শত চুম্বনে!

আকাশপানে যদি কভু দেখ মোর নাম অঙ্কিত,
স্মরণে কি গো পরিবে না মোরে একদা অকালে হৃত?
মেঘ-বারিধার হবে একাকার তোমার নয়নধারে?
ভুলেছ কি মোরে? রাখিলে না কি গো তৃষিত হৃদয় পরে?

প্রশান্ত-অতলান্ত অঙ্গে শিখরে শিখরে শত তরঙ্গে
শত লহরির আকুল প্রপাতে মোর চাওয়া তোমারে,
যত দূরে রহা তোমারে স্মরিয়া রহিনু শ্রাবণধারে!

চির আকাঙ্ক্ষিতা

সবে পুছে মোরে কেন তব তরে
হৃদয় কুহরে মরে?
কেন আর কারে না কোন প্রহরে
পরান না খুঁজে ফিরে?

হিয়ার ভাষা না বোঝা কাহারো,
সেথা লিখা তব নাম,
প্রজ্জ্বলিত দীপশিখাসম
দিবানিশি অবিরাম।

তব ছবিখানি না হেরা কভুও
আঁকা এ হৃদয়তলে,
লুকানো সে স্মৃতি চোখের আড়ালে
অদেখা প্রদীপভালে।

সবার যে জানা, যেটুকু শোনা
বিরচিত সুরে গানে,
কথায়, লিপিতে, পাষাণপাতে,
অর্ঘ্যে তোমারি পানে।

মোর পরানের অন্তরালে,
যেথা তব বিচরণ
দিবসে নিশীথে শুধু মোর সাথে
নয়নে রেখে নয়ন,

সেথা যে মোদের সদা ভালোবাসা,
সদা মোদের মিলন,
সে পরশ শুধু দোঁহার তরে,
দু'জনার বিচরণ।

সদা যাচা যে পরশটুকু
বিশুষ্ক প্রান্তরে,
কারো না বোঝা কী সুনিবিড়ে
বিরাজিছে অন্তরে।

অদেখা, অপার সুধামাখা সে'যে
চলা স্পর্শিত দানে,
যেথায় মোদের সকল গাহন
ভরা ভাদরের বানে।

তুমি বঁধু মোর বাসনা-যাচনা,
আমার নীরব কামনা,
হৃদয়ে আমার সদা তব বাস
হে মোর কাঙ্ক্ষী রচনা।

ভুল করে ভালোবেসো

জড়িয়ে রাখ গো মোরে একটিবারের তরে
তোমার বাহুর বন্ধনে,
মহীরুহ শত শাখে যেমত সবলে রাখে
ক্ষুদ্র লতিকা স্পন্দনে।

একটিবারের তরে হয়তোবা ভুল করে
আমারেই ভুল বোঝাও:
শুধু মোরে ভালোবাস, আমার তরে বিভাস,
আমার গগনে ভেসে রও।

এটুকু পরশ তোমার কভুও কি না পাবার!
মোর প্রাণজুড়ে তব বাস,
প্রথম লগন হতে আমার হৃদয়পাতে
কেবলি তোমারি অভিবাস!

এত প্রহর বিলীন দিবা-নিশি প্রতিদিন
পাশাপাশি একই বনতলে,
বিরহ মধুর নয়, অনল শীতল কি হয়?
বিষাদ-ক্লান্তি হিয়াতলে।

ফাল্গুনী এত গাওয়া, তবুও কাছে না পাওয়া,
বুঝিলে না প্রাণের আকুতি,
নিয়ত উদয় হলে, তবু দূরে রয়ে গেলে,
হরাপ্রেম রয়ে যাওয়া নিতি।

বেশেখী প্রলয়ে অকালে লুটিয়ে পড়া ভুতলে,
শেষবার তোহে দেখে নেয়া,
এখনো দু’বাহু মেলে তুমি মোরে না জড়ালে,
না আসিলে হিয়া দিয়ে মেলে!



মহাপ্রয়াণ

সেদিন শ্রাবণ ছিলো..
শেষ শ্রাবণের জলদকণারা সব
আকাশে পাষাণ হলো,
পাষাণের অন্তরালে রাতের তারারা সব
হাহাকারে মুখ লুকালো,
সব গ্রহ-নীহারিকা বিষাদবাহিকা হয়ে
মহাচলে স্তব্ধ হলো।
সেদিন যে শ্রাবণ ছিলো!

রাতের-প্রাতের সব বিহঙ্গকূল সেক্ষণে
আর্তিতে স্তব্ধ হলো,
নিশির শিশির যত লতায় পাতায় ফুলে
অঝোরে তুষার হলো,
শেষ শ্রাবণ-রাতের শীতল পবন তদা
দীর্ঘশ্বাসে বয়ে গেল;
বাংলামায়ের সেই বিষাদক্লান্ত রাতে
তখন শ্রাবণ ছিলো।

ক্লেদাক্ত সরীসৃপ নখদন্ত ব্যাদানিলো,
সুমহান মহীরুহে আঘাতে জর্জরিলো,
সহস্র শরাঘাতে “সুমহান” লুটালো,
সুবিশাল অধ্যায় সমাপ্ত হলো,
ছোট্ট শিশু-বধু-ভ্রাতা, মহীয়সী মাতা
শর পর শরাঘাতে জর্জরিত হলো
স্বপ্ন গড়ার মেহেদি শোনিতে মুছে গেল,
বিষণ্ন হাহাকারে সমীরণ বয়ে গেল,
সেক্ষণে গগনজুড়ে দীর্ঘশ্বাস বহিলো।

সুবিশাল মহীয়ান জন্মদাতা পিতা,
দু:খিনী বাংলার সহস্র যুগের ত্রাতা,
কোটী জনতার শোনিতলব্ধ পতাকা,
ধুলায় সেক্ষণে লুটালো,
যাঁর শোনিতধারে শতকোটী ফুল ফোটা
নীরবে আড়াল রচিলো,
বঙ্গ জননীর সোহাগের খোকা সেক্ষণে
মাতৃবক্ষ খুঁজে নিলো।

বঙ্গপিতা-বঙ্গবন্ধু শোনিত শোভায় হায়
বাংলার বক্ষে ফিরে গেল,
ঝরঝর বারিধার আকাশে পাষাণ হলো
শ্রাবণ আঁধারে রয়ে গেল।

যে গান শিখিয়ে গেলে, স্বরলিপি রচিলে,
যে মহাকাব্য হে পিত: তুমি হাতে দিলে,
দেখ হে পরম পিতা, সে পতাকা, সেই গানে
সন্তান সমুখে ধাবিছে,
সকল প্রদাহ ছাপি, কন্টক অপসারি
তোমার স্বপ্নসৌধ রচিছে।

তোমার নামাঙ্কিত বাংলার মাটীতে
ইতিহাস সদা গড়ে নিতে,
নব সাজে নব অনুরাগে সতত হেথা
নুতন গল্প রচে যেতে।

ভাবনার পাখি মোর

এত ছবি এঁকে যাওয়া, এত গান গেয়ে যাওয়া,
কত স্বরলিপি রচনা
তোমারি কাননে বসে তোমারেই ভালোবেসে,
তবুও তোমার না জানা!

তুমি তো দেখিছ মোরে আকুল ফাগুনধারে,
প্রাতে-সাঁঝে, সকল প্রহরে,
বাসনালব্ধ প্রাণে না আসা আমার পানে
খুঁজিছ যে মোরে আনপাড়ে!

কেমনে বোঝানো তোহে হিয়ার আকুল বাহে:
আমিই যে তোমার বাসনা,
এসো গো আমার সনে ব্যাকুল প্রেমের বানে
পাতনি বিরহ যাতনা।

দিবসের অন্তরালে আপন নীড়ে বিরলে
যখন তোমার প্রস্থান,
আমার দু'নয়ন খোঁজে তব বাতায়ন,
যেথা দীপশিখা ম্রিয়মান।

ভাবনার পাখি মোর আঁধারে নিশীথভর
উড়ে চলে সুদূর গগনে,
কেবলি তোমারে স্মরে, তোমার নিকুঞ্জধারে,
কুহরিত না পাওয়ার গানে।

প্রভাতের আগমনী গাহে কি মিলন বানী
ভোরের রাগিনী আলাপনে?
লতা-ফুল-অলিকুল পরান করি আকুল
ভরায় ভুবন শত গানে?

আবার তোমায় দেখা কাননপাড়েতে একা
শত ফুলকলি সমাহারে,
প্রভাতের আলো-ছায় তুমি না দেখিলে হায়
মোরে বাসনার শতধারে!

বিস্রস্ত

পরানে প্রলয় বায় ধায় তব প্রত্যাশায়
তোমার কভুও না জানা,
প্রাণানুষঙ্গ বাণী অশ্রুত বিভাবনী
বাধার পাহাড় বিভীষণা!

তটিনীর ছুটে চলা ভাটির পানে প্রবলা,
সাগর কভুও ডানা মেলে
জোয়ারের অনুরাগে প্রবাহে উজানভাগে,
সে বাহ বিলীন নিম্নাতলে।

অলব্ধতার কাহিনী পরানপাতে ধারণী
নদীর প্রণয় ক্ষুব্ধাচলে
প্রবল ভাদর বানে ধ্বংশলীলার গানে
দু'কূল ভাসায় – ভাঙ্গিয়া চলে।

ফাগুনের বনছায় কেবলি স্নেহসুধায়
তোমার নীরব প্রত্যর্পণ,
কভু কি না হেরা প্রাণে বনের পুষ্পকোনে
প্রজ্জ্বলিত হিয়ার অনল!

সদা নিমীলিত আঁখি, শিকলাবদ্ধ পাখি,
তব প্রাণ প্রান্ত্য রুদ্ধতায়-
দেয়ালেতে নিবদ্ধ দৃকপাতে আবদ্ধ
আঁখি প্রাণের দিশা না পায়।

চারিধারে এতবার গড়েছি প্রণয়-পাহাড়
গানে-সুরে-স্পর্শে-দীর্ঘশ্বাসে
কেবলি তোমারে যাচি ফাগুন-শ্রাবণ রাতি
তোমারে পরানে ভালোবেসে।

সবি মরীচিকাভ্রম, সপ্নবাসর সম,
তোমার হিয়া যে শৃঙ্খলিত!
মুক্ত প্রাণের বাণী, অপার আবেগ জানি
বিস্রস্ত বিবর্ণ অবিরত!

বিবর

হৃদয়ের ভাষা এত লিখে যাওয়া
লিপি তো হয় না শেষ,
যতবার টানা শেষ যতি রেখা,
প্রান্তিকে অবশেষ।

প্রাণের মাধুরী ভরা কথামালা
হিয়ার গগনে সদা ডানা মেলা,
গানের খাতার পাতায় পাতায়
আকুলে ঝরিয়া পড়া,
অদেখা তাহার লাগি শতবার
সুধা-নির্ঝর গড়া।

স্বরলিপি, সে'তো তাহারে স্মরিয়া
রচিত প্রাণের সুধা জড়াইয়া,
কাঙ্খিত তারে প্রাণে ধরিয়া
প্রতীক্ষার অভিসারে,
অর্ঘ্যিতে তারে সুর লহরিতে
চাওয়া-না পাওয়ার পাড়ে।

মোর গগনে উঁকি দিয়ে যাওয়া,
শুন্যাঙ্গনে শুধু ফিরে চাওয়া,
প্রাণের অর্ঘ্য কভু না লইয়া
অলব্ধতার হুতাশে
মোর তটিনীর দু'পাড় ভাঙ্গা
অপার দীর্ঘশ্বাসে।

প্রবাহিত ধারে সতত আঁধার,
গানের খাতায় খুঁজে নেয়া পাড়,
লিখিত লিপির প্রান্তসীমায়
তব মুখছবি আঁকা,
আকুলিত প্রাণ সে পানে ধাবিত
লব্ধিতে তব দেখা।

প্রলুব্ধ প্রাণে সদা লিখে যাওয়া,
সদা এঁকে যাওয়া নব পথরেখা,
সে পথ শেষে বুঝি অবশেষে
পেয়ে যাওয়া তব দেখা,
তোমারে পাইতে অষ্টপ্রহর
শত গান মোর লিখা।

কেবলি স্বপনে শত কথা কওয়া,
জাগরণে অলব্ধতায় রওয়া,
সারাবেলা স্বপ্নের নীলিমায়
আমারে টানিয়া ফেরা,
ফাগুনে-শ্রাবণে বিমূর্ত বানে
রয়ে যাওয়া অধরা।

ফাল্গুনী

ফাগুন তুমি বার বার এলে,
মোর বনে শত ফুল ফোটালে,
শীতল পবনে ঝুলন দোলালে,
বিহঙ্গ কলতানে,
মোর প্রভাতের নিদ ভাঙ্গালে
ভৈরব আলাপনে।

সেই তোমারে বনের পাড়ে
দেখেছি কেবলি দু'নয়ন ভরে,
কৈশরের উচ্ছল বিহারে
আমার সকল খেলায়,
ফাগুন তদা ছিলে চঞ্চলা
আমারি প্রাণের মেলায়।

মোর নদী আজি জলে ছল ছল,
ভরা ভাদরে সদা টলমল,
দু'পাড় ভেঙ্গে প্রহরে প্রহরে
আকুলিত প্রবাহণে
ছুটে চলে কোন অজানা গানে
সুদূর সাগর পানে।

এক্ষণে ফাগুন লব্ধ প্রাণে
সেই অজানা তানে,
যে স্বরলিপি সদা বহা প্রাণে
ভরা ভাদরের গানে।

এ বেলা ফাগুন নহে একেলা,
শ্রাবণ-ভাদর-হেমন্তের খেলা,
কালবোশেখীর প্রলয় দোলা
একই আমারি প্রাণে,
এক্ষণে ফাগুনে চৈতী আগুন
শারদ-স্নিগ্ধ তানে!

সব ঋতু আজি প্রবাহিত প্রাণে,
ভরা তনুতে, হিয়ার গহীনে,
বিহঙ্গ সবে বিভাসে গগনে
অর্ঘ্যে ভরাতে মোরে
ফাগুনের গানে, ভাদরের বানে,
অঝোর শ্রাবণধারে।

সাগরের নীল লহরিমালা
উচ্ছলতায় বহিয়া চলা,
সারা প্রহরে ডেকে আকুলা
আমারে পাবার তরে,
মোর সুনীল আজ সাগরের নীলে
মিশে হারা চিরতরে।

এ ফাগুনে তাই সাগরের গান,
কভু প্রলয়ের আকুলিত বান,
কভু শ্রাবণের বিরহের গান,
ক্ষুব্ধ বোশেখী তান,
নবজীবনের উত্তাল বাহ,
প্রেমধার অবিরাম।

এ ক্ষণে কানন ছাপি মহাবনে
ভুবনের অবারিতাঙ্গনে,
গিরিচূড়ে-প্রান্তরে-নিঝরে-
সুদূরের নীলাচলে
মোর ফাগুনের নব বিচরণ
আমারি হৃদয়তলে!

তোমার আসা পরানে বিভাসা
হে ফাগুন, তাই নব প্রত্যাশা,
হিয়া-কোঠরে শিহর জাগানিয়া
নব নব অভিধাতে,
নবনীত গানে রয়ে যাওয়া প্রাণে
আনন্দ ধারাপাতে।

ফাগুনের গান

মোর ফাগুনের যত শত গান
রচিত তোমারি তরে,
আজিও সে গান হলো না তো গাওয়া,
ধরণী শ্রাবণধারে!

বসন্তের গান শুধু রচে যাওয়া,
কথামালা শত সাজিয়ে নেয়া,
স্বরলিপি শেষ হলোনা তো রচা
ফাগুনের অবসানে,
কেমনে শোনাবো ফাগুনের গান
আকুল বাহিত শ্রাবণে?

ঘনঘটাধারে গগন আঁধারে,
ভুবন কাঁদিয়া ফিরিছে অঝোরে,
প্রলয়ালোড়ন শত নীড়ে নীড়ে
ফিরিছে যে হাহাকারে,
বসন্তের গান হলো না তো গাওয়া
আজিকে শ্রাবণধারে!

রহ মোর সনে বোশেখে-শ্রাবণে,
ফাগুন আসিবে ফিরে,
স্বরলিপি রচা শেষ হবে তদা
কেবলি তোমারি তরে।

যদি রহ দূরে, আসিবে কি ফিরে
মোর নিকুঞ্জপানে?
ফাগুনের বানে, চৈতী আগুনে
প্রবাহিত সমীরণে?

মোর অঙ্গনে তব বিচরণ
আজিও হয়নি সারা,
মোর হৃদয়ের শত নির্ঝর
আকুলিত-দিশেহারা-

সে তো শুধু তোহে পাওয়ার তরে
আলোড়নে বয়ে যাওয়া,
অনাগত ফাল্গুনের গানে
তোমারে খুঁজিয়া নেয়া।

অপ্রাপ্তিধারে রহা শোকভারে,
ক্লান্ত হৃদয়ে বহা স্রোতধারে,
তবু ভেসে এসো মোর প্রাণপাড়ে
মোর স্বরলিপি সুরে,
মোর বসন্তের শত গান রচা
কেবলি তোমার তরে।

প্রাপ্তির দোলাচলে

আঁধার ভুবন মোর আলোতে ভরালে কেন
অন্ধকারে ছিলো বিচরণ,
এখন আলোর দেশে তোমারে কভুও দেখা,
কভু না দেখার হুতাশন।

আঁধার ভুবনজুড়ে সকল প্রহরে ছিলো
অদেখার বিষণ্ণধারা,
অন্ধকারের তলে হিয়ার অতলে ছিলো
নির্বর্ষে জনমহরা।

সে বিষাদভারে কভু প্রাপ্তি সমাহারে
না ছিলো আশা জাগানিয়া,
হতাশার অন্তরীক্ষে অমানিশা প্রপতনে
বিচরা হুতাশে ফিরিয়া।

এখন আঁধার হতে দীপের আলোতে ভাসা,
আলো হতে কভু অন্ধকারে,
তোমার যে যাওয়া আসা দহনে-শীতলে সদা,
মহানন্দে-বিষাদভারে!

দোলাচলের যাতনা-সতত প্রহর গোনা,
কোন ক্ষণে তব ফিরে আসা?
প্রাতের রবির বেশে? নিশীথে আলোক জ্বেলে?
কোজাগরী রূপে বিভাসা?

যে ক্ষণে আমার সনে মন্ত্রলব্ধ প্রবাহণে
মেঘজ পরানে চেয়ে দেখা:
বিরহ কখন আবার আর কভু না দেখার,
জনমে জনমে রহিতে একা।

এখন কেবলি আশা: তোমার কখন আসা,
কোন প্রাতে গগনে জ্বলিবে?
কখন নিশীথ রাতে অন্ধকারের প্রপাতে
প্রজ্জ্বলিত হবে শত দীপে?

শুষ্ক মরুতে মোর বহিবে জনমভর
হয়ে মোর আকুল তটিনী,
গহীণ আঁধারে বনে প্রদীপ্ত কলতানে
গেয়ে যাবে প্রত্যাশিত বাণী!

চাওয়া পাওয়ার সন্ধিক্ষণে নিয়ত প্রবাহণে
আমার প্রাণের শত আশা
আজিকে জাগরণে কী প্রবল আলোড়নে,
তুমি যে পরানে বিভাসা!

প্রলুব্ধ বাসনা

প্রতীক্ষা, সে'তো আদিকাল হতে
তোমারি প্রত্যাশায়
ভালোবাসা সারা অঙ্গে জড়িয়ে
প্রলুব্ধ বাসনায়।

মোর প্রেমে তোহে আবৃত করিবো,
লেলিহান শিখা তোমাতে জ্বালিবো,
আপনি অনলে ভস্ম হইবো
প্রশান্ত যাতনায়,
তব কাননের ফুল চয়নিবো
যেমত পরান চায়।

তব সুরভিতে অবগাহনিবো,
তব সুন্দরে অর্ঘ্য ঢালিবো,
(তব) আলিঙ্গনে মাতাল হইবো
পোড়া বসন্ত বায়,
তোমার সকল বাঁকে ফিরিবো
যতনে-ক্ষুব্ধতায়।

আসিবেই, জানি প্রলয় বহাবে,
বোশেখী অনল জ্বালালে যে প্রাতে,
যবে এলে বনে ফুল চয়নিতে
ছায়াবীথি আলোছায়,
আঁখির ভাষায়, অঙ্গবিভায়,
প্রমূর্ত ইশারায়!

ভরা তটিনীর অতলে ডুবিবো,
তটিনীতলের সব মণি নিবো,
এপাড় ওপাড়, দু'পাড় ভাঙ্গিবো
প্রতপ্ত কামনায়,
আরো শত শাখে-প্রশাখে ধাবিবো
বন্য আকুলতায়!

প্রথম প্রণয়

নীল যমুনার তীরে কতকাল পর এসেছি ফিরে
ঘাস-তমালের ভীড়ে;
গল্পের হেথা শুরু, রচিত শত কল্পতরু
স্বপ্নলোকে ফিরে।

অবুঝ সবুজ প্রাণে প্রাপ্তির ফাল্গুনে
শত গানে গানে বিচরণে
ভুবন আলোকময়, বিকশিত কিশলয়
ফাগুনে-চৈতী দহনে।

প্রাণের গানে সেক্ষণে প্রণয়ের আলোড়নে
দোঁহারে দেখা দু'জনা,
দোঁহার প্রাণের গানে শত সুখ প্রবাহণে
সতত পাওয়ার বাসনা।

রবির কিরণে প্রাতে সবুজ পাতার কোনে
জমে থাকা শিশিরকণা,
সেটুকু হেরিয়া প্রাণে কী মধুর আলাপনে
স্বপ্নের জাল শুধু বোনা।

অলির গুঞ্জরণে, বিহঙ্গ কলতানে
মেঘের চলায় অজানায়
প্রণয়বাহিত প্রাণে কত সুধা প্রবাহণে
ধাবিত মেঘের ঠিকানায়।

গোধূলিপ্রান্তে যবে পাখীরা কুলায় ধাবে
নয়ন পানে নয়ন রাখা,
তখন যে জানা প্রাণে নীশিথের অবসানে
আবার তোমার সনে দেখা।

রাতের আকাশ হায়, কেবলি যে তোমাময়,
শশী-তারা-নীহারিকা মাঝে
কেবলি তোমার ছবি বিকশিত নিরবধি
তোমারেই দেখা নানা সাজে।

তোমারও কি সেই ক্ষণে আমারে ধরিয়া প্রাণে
নিশি জেগে মোরে ভেবে চলা?
জোনাকির আলো সনে বিরহের আলোড়নে
পরানের শত কথা বলা?

কভু কি জানিলে হায় আমার রিক্ত হিয়ায়
কত আকুতির মালা গাঁথা?
রাতের নীরব গানে আকুলিত মোর প্রাণে
কী বিরহ বেজে চলে তদা!

তোমারে সেক্ষণে স্মরে শত বাণী ঝরে পড়ে
সকলি শিশিরবিন্দু হয়ে
তোমারি বাতায়নে ঝুমকো লতার বনে
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে!

সময়ের প্রলেপনে যমুনা-নীলাঙ্গনে
যাতনার ধার বয়ে চলে,
তীরের তমাল ছায় প্রলয় বহিয়া যায়,
হৃদয় পতিত অতলে।

কেহ কাহারে না পায় চাওয়ার অসীমতায়
বার বার শুধু খুঁজে ফিরে,
গরল প্রদাহপাতে কোথা কোন সুদূরেতে
পরান কুহরে সদা মরে।

জীবনের শত পথে সতত বিচরণে,
আবার সে পথে ফিরে আসা,
সেথায় তমাল ছায় কখনো ফাগুন বায়
আছিলো প্রথম ভালোবাসা!

পাগল সমীরণ

এখনো কি সেই অবারিত নীলে
দিবসে নিশীথে দু'নয়ন মেলে
হৃদয়ের সব দ্বার দিয়ে খুলে
তাকানো গগন ভালে?
আমার আসার প্রত্যাশায় তুমি
প্রতীক্ষ্য হৃদয়তলে?

অথবা পথের সুদূর প্রান্তে
যেথা বনভূমি মিশে দিগন্তে
ছায়াঘন মায়ায় প্রশান্তে
অদেখার দ্বারপ্রান্তে,
আমার আসার আশায় আশায়
হিয়া শুধু অশান্তে!

আজো কি হৃদয়ের ঘন ছায়
মোর তরে প্রাণ ছুটে ছুটে যায়?
কেবলি সে পানে যেথায় হারানো
অজানার ঠিকানায়?
সদা প্রতীক্ষার আলোতে ছায়ায়
একান্তে নিরালায়!

আজো কি সাঁঝের আঁধারের মাঝে
শত জোনাকির প্রদীপ সাজে
মোর চাহনী আঁধারের খাঁজে
নিবিড়ে খুঁজিয়া যাওয়া?
যবে সন্ধ্যাতারা অস্তাচলে
বিলীনতায় হারা!

কখনো তোমার নাহিকো বিরাম,
হৃদয় যে মোরে যাচে অবিরাম!
নিশীথের পাগল সমীরণ
দীর্ঘশ্বাস বহায়,
ক্লান্তিবিহীন পরানপাতে
মোরে খোঁজা অজানায়।

জানা অজানার পাড়ে মোর চলা,
সঙ্গোপনে তোহে কথা বলা,
কিছু কি তোমার না শুনিয়া শুধু
আমারে খুঁজিয়া চলা?
নয়নের মাঝে রেখে দিতে চাওয়া,
হৃদয়ের দ্বার খোলা!

নিশীথ জাগানিয়া

দিবসে সহস্রবার নাম জপিছি তোমার
দিবসান্তে শত কোটীবার,
যে ক্ষণে তাকানো যেথা তব মুখছবি সেথা
প্রজ্জ্বলিত-সদা জ্বলিবার।

হৃদয়ে বিরাজ সদা; কী'বা আসে যায় কোথা
তোমার প্রান্ত্য বিচরণ!
আমাতে নিয়ত হারা, তবুও পরানে ধরা,
সদা সুপ্ততায় সে গাহন।

পথে-প্রান্তরে চলা, আনমনে কথা বলা,
তুমি যে বিরাজ হিয়ামাঝে,
কথা কহ মোর সনে একান্তে নিরজনে
প্রভাতে-দিবসে-ভরা সাঁঝে।

নিশীথ জাগানিয়া, নিদ্রা ভাঙ্গানিয়া,
সদা মোর স্বপ্ন চারণিয়া,
তুমি মোর ভালোবাসা, হিয়াতে সদা বিভাসা,
আমার আকুল প্রার্থনীয়া।

তবুও কভু হারাই অপ্রাপ্তির নিরালায়
হৃদয়ের আবদ্ধ দুয়ারে,
তদা গান সুরহারা, সহস্র লিপি বিধুরা
প্রাপ্তিহীনতার স্রোতধারে।

প্রাকৃত প্রলুব্ধতায় তোমার না রহা হায়,
তব স্পর্শ সতত যাচন,
শত-সহস্রবার তাই ডাকা অনিবার,
সব ভুলে যদি পরশন!

নিমন্ত্রণ

সে'তো ছিলো মোর তোমারে নিমন্ত্রণ,
তোমার তরেই সব আয়োজন,
সেক্ষণে প্রাণে তোমার গাহন,
সকলের আগমন,
তোমারে আরো কাছে পেতে মোর
সবারে নিমন্ত্রণ।

কতজনা এলো, হাসিলো-ভাসিলো,
কত কথা বলে গেল,
মোর প্রাণে কত অর্ঘ্য ঢালিলো,
পরিশেষে হারালো।

তৃষিত নয়ন চেয়ে পথপানে
প্রহর গেল গুনে:
এলে বুঝি তুমি নিমন্ত্রণে
রয়ে যেতে মোর সনে।

সবে উল্লাসে মেতে চাহে যবে
আমারে উল্লসিতে,
মোর চারিপাশ ঘিরে বৃত্তে
নাচে-গানে-প্রহ্লাদে-

মোর হেসে চলা, যত কথা বলা-
বিষণ্ণ ধারাপাতে,
সবে বুঝে নিল সে আঁখিধার
'আনন্দ অশ্রুপাতে'।

সকলের আসা, নিরবধি হাসা
না মোর প্রত্যাশা,
একটি তোমার গভীর চাহনী,
এতটুকু ভালোবাসা-

শতজনার কলরোলবাহিত
প্রজ্জ্বলিত এ ধামে,
সেটুকুই মোর ছিলো যে চাওয়া
আমার নিমন্ত্রণে।

সবে যবে এলো, প্রাসাদ ভরিলো,
নৃত্যে-গীতে আমারে স্মরিলো,
তখনো আমার হৃদয় শুন্য,
হাহাকারে তব তরে,
যবে চলে গেল একই রয়ে গেল,
তুমি যে এলে না নীড়ে!

সারা আয়োজনে শোক প্রবাহণ,
সকল গীতি শুধু প্রহসন,
সকল নৃত্যে শোকে সন্তরণ
প্রেমধার সেথা নাই,
তোমাবিহনে সে সুধাবারি
বল কোথা খুঁজে পাই?

কেবলি তোমারে একবার তরে
কাছাকাছি পেতে হায়,
কত আয়োজন, কত সাধনা
অবিরাম করে যাই!

সকল ভুবন একপাশে, তোমার
আনপাশে রয়ে যাওয়া,
আমার সেক্ষণে তব পাশে রওয়া,
তোমারেই কাছে চাওয়া।

সকলের সদা গীত-নৃত্য
আমারে কভু না টানে,
এক তোমারি যে সদা বিভাসা
আমার এ অঙ্গনে।



না বলা কাহিনী

জানা অজানার পাড়ে, অদেখার অন্ধকারে
প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা মোর,
নিকষ নিশীথে নীলে অরুন্ধতীর বেশে
অবিরাম জ্বলা নিশিভর।

কভু জোনাকির ঝাঁকে শিউলির বাঁকে বাঁকে
যখন ভুবন অন্তরালে
নিশির সুপ্ততায় লুকোনো লুব্ধতায়
তোমারে পাওয়া হিয়া মেলে।
স্বপনে-শয়নে-গানে মোর শত বিচরণে,
সবখানে তোমার ছোঁওয়া,
নিকটে-সুদূরে ফিরে আলোতে অন্ধকারে
শুধু তবপানে ফিরে চাওয়া।

সতত পরানে রওয়া, তবু কারে নাহি কওয়া,
শুধু তবপানে চাহনী,
আমার হৃদয়তলে তুমি সদা রয়ে গেলে,
তুমি মোর না বলা কাহিনী!

প্রভাতের আলোছায় মুক্ত অসীমতায়
গল্পের আছিলো শুরু,
ফাগুনের মধ্যদেশে দোঁহার একান্তে বসে
রচে যাওয়া শত কল্পতরু।

বসন্তের গানে গানে সুধাবাহিত প্রাণে
সে তরুর দোদুল দোলা,
অবারিত সমীরণে পরানের আলোড়নে
শত কলির আঁখি মেলা।

প্রতীত যত বাসনা সুনীলে মেলিলো ডানা
নিভৃত-লব্ধ কামনায়
কতনা কুসুম ফোটা, কত রাগে গেয়ে ওঠা
কল্পতরুর কল্পনায়।

সকলি স্বপ্নগাথা, কাহারো না জানা কথা,
নি:শব্দে বলা সে বাণী,
কেবলি হিয়ার তলে রয়ে যাওয়া চিরকালে
আমার না বলা কাহিনী!

ছবি

তোমার ছবিটি আঁকা, কভু তোমারে না দেখা
প্রাণের অপার নীলিমায়,
সারাটি জনমভর মোর সে রচনা পর
চেয়ে দেখা অনুষঙ্গতায়।

হৃদয়ের যত চাওয়া সকলি কুড়িয়ে নেয়া,
নানা রংয়ে, নানা লালিমায়,
এঁকে এঁকে বক্ষে রাখা, তূলির পরশ দেয়া,
তুমি সৃষ্ট মোর বাসনায়!

সতত নীরব গানে কাঙ্খিত আহ্বানে
তাকালে কেন গো মোর পানে?
অসূর্যস্পর্শা কায়া স্বপ্নের মোহমায়া
ছবি হয়ে রওয়া মোর প্রাণে।

ছায়া-অবয়ব চুরে কভু কি আসিবে ফিরে
আমার বাহুর বাঁধনে?
কখনো কি বহা ধীরে আমার বক্ষজুড়ে
পরশে নিবে কি মোরে টেনে?

সহস্র নিশির গানে তুমি রচিত মননে
হিয়াতে তূলির আঁচড়ে,
পরানের সুধাভারে হৃদয় পরতজুড়ে
আমার নিভৃত আধারে।

পরানের পটে আঁকা মোদের কাহিনী লিখা
বাসনার বিমূর্ত সে ছবি,
মোর মাঝে তব বাস, হে মোর ভ্রান্তিবিলাস,
ছায়া হয়ে রওয়া নিরবধি।

কেবলি হেরিয়া যাওয়া, পরশ কভু না পাওয়া,
আমার প্রাণের অভিলাষ,
রয়ে গেলে প্রাণমাঝে আমারি সৃষ্ট সাজে,
তুমি মোর দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস!

গোকুলে

দূর নীলিমায় ডানামেলা জলধর,
কোন ঠিকানায় উড়ে চলা তব
নিয়ত সব প্রহর?
জানিলে কি কভু, বুঝিলে কি কভু?
হেথায় যমুনা কূলে
শোকে বিহ্বলা বিরহী বালার
অন্তর কী আকুলে!

ডানাহীন বিরহিনীর পরানে
জ্বলিত অনলধার,
নিশিদিন তার প্রতীক্ষায় প্রাণে
চৈত্রের হাহাকার।

যদি হের তারে কোন প্রহরে
বনে-প্রান্তরে, পাহাড়ে-সাগরে,
তোমার চলার পথের মাঝারে,
কিবা শেষ ঠিকানায়
কহিও তারে, কী আঁখিধারে
প্রহর কাটিয়া যায়!

মোর সন্তাপ করিও স্মরণ,
কত দু:খভার করিছি বরণ,
স্মৃতির বাঁধনে অপার পীড়নে,
মোর সদা বিচরণ,
ব্যথাভার সদা করিয়া ধারণ
গরলে অবগাহন।

সেটুকু স্মরিয়া ওগো জলধর
হয়ে যেও আঁখিধার,
ঝরিয়া পড়িও বক্ষে তাহার,
হয়ে মোর প্রেমধার;

আবৃত করিও তার তনু-মন
রেখে দিও বন্ধনে,
কহিও তারে কী আকুলধারে
শ্রাবণ বহিছে প্রাণে!

তখনো কি তার পড়িবে না মনে
একদা ছিলেম আমি
তার হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে
সকল দিবস-যামী?

স্মরণে কি আসিবে না তবুও
আমি তার ফাল্গুনী,
আজিও সারা দিবস-রজনী
প্রতীক্ষায় দিন গুনি?

পরানে কি গো নাহিকো তাহার
কী আকুলে বাহুডোরে
ধরা দিয়ে যেতো বিরহিনী বালা,
পড়িতো অঝোরে ঝরে!

বিরহ রজনী পোহাবে না, জানি,
একাকিনী পথচলা,
পতিত কুঞ্জে শুধু নিরজনে
আপনাতে কথা বলা।

নিশি-বিহঙ্গের অনুসঙ্গে
আমার নিশি যাপন,
বৃথা স্মরে যাওয়া ঘুমঘোরে পাওয়া
নিবিড় আলিঙ্গন।

অজানাগামী জলপ্রবাহিনী,
স্মরিও মোর কাহিনী,
কভু যদি তারে হের কোন পাড়ে
কহিও এটুকু বাণী:

আজিও গোকুলে ছায়াবীথিতলে
মোদের সেই নিকুঞ্জে
ফাগুন সমীর শুধু হাহাকারে
সকল দিবস-সাঁঝে;

শ্রাবণধারা বহিয়া সারা
বনতলে আঁখিধারে,
হাজার কুসুম মেলিলো না আঁখি,
মধুপের গুঞ্জনে।

বৃন্দাবনের পবনে এ ক্ষণে
কেবলি বিরহগাথা,
একটানা সুরে কাঁদে অধীরে
না বলা বিষাদ-বারতা।

পৃথিবীর সব ঋতু একাকার
সকল প্রহরে কেবলি আঁধার,
প্রাণের ভাষার শত স্রোতধারে
বিষণ্ন সমাহার,
পুঞ্জীভূত ভারে আপ্লুত
ঝরে পড়া আঁখিধার।

জানা প্রাণে, সে তো ফিরিবে না আর,
তার যে কেবলি সরগে বিহার!
হাজার কুসুমে পথচলা তার
এক বনফুল ছেড়ে,
জানিলো না কভু ক্ষুদ্র সে প্রাণে
রয়ে গেল চিরতরে!

কেন

সহস্র 'কেন'র পরে নির্বিকারে ভর করে
কতনা সহজ ছিলো তোমার প্রস্থান!
'কেন'গুলো মোর প্রাণে নির্দ্বিধায় ফেলে গেলে,
'কেন'ময় রেখে গেলে আমার উপাখ্যান।

আমার গগনজুড়ে প্রশ্নরা শুধু ওড়ে
বিশুষ্ক পক্ষ বিস্তারী,
বঙ্কিম চঞ্চু কালো শুষে নিলো সব আলো,
প্রশ্নবোধকে স্থাপিত জলদসারি।

তোমার অন্তর্ধানে প্রশ্নময় অভিধানে
পূর্ণ হলো আজি মোর সুপ্ত পাঠাগার,
ভুবনের সব শব্দ, স্বরলিপি, বর্ণ লুপ্ত,
পাঠশালা ঘিরে শুধু 'কেন'র পাহাড়।

হেথায় লিখার খাতায় সারিবদ্ধ সব পাতায়
যত ছিলো গান-ভালোবাসা,
সকলি উধাও কোথা, ‘কেন’র প্রলেপে ঢাকা,
ব্রীড়াবদ্ধ মোর ভাবনার প্রত্যাশা।

উত্তর খুঁজে ফেরা আঁধারে প্রাচীর ঘেরা
বর্ণহীন বক্র বর্ণ মাঝে,
সারাটি জনম বিষণ্ণে প্রশ্নবাহিত গানে
উত্তরের অন্বেষণ দিবসে সাঁঝে।

কল্পতরু

কণাটুকু শুধু দানিও আমারে
রাখিলে যা মোর তরে-
সুধাবশেষ যা রয়ে গেল বাকী
বেলাশেষে প্রান্তরে।

অবহেলাভরে সুদূরে উড়িয়ে
দিও না সে মধুমায়া,
মোর সে পানে ধেয়ে নিরবধি
তোমারে খুঁজিয়া পাওয়া।

সবে যবে দান তব সুধাধার,
মোর শুধু তা দেখিয়া যাবার,
কাছে না যাওয়া, দূরে দূরে রওয়া
প্রশমি আঁখির ধার,
এত কাছে, তবু দূরে রয়ে গেলে,
হলে না কভু আমার!

সব দেয়া নেয়া যবে শেষ হয়,
কণাটুকু শুধু হেথা সেথা রয়,
সেথায় তোমার তপ্ত পরশ,
লব্ধ তব সুবাস,
সে কণাটুকু বক্ষে চাপিয়া
আহরিত নির্যাস।

মোর ভুবনের সারা অঙ্গনে
তোমার ছায়া কী আলোড়নে
প্রজ্জ্বলিত প্রতিটি ক্ষণে
আমার সুপ্ত বনে,
সে কথা তোমার না জানা কভু,
নয়ান যে নিমীলনে!

সেথা তুমি শুধু আমারি তরে,
কেবলি আমার প্রাণের পরে,
জান কি না জান, কী’বা আসে যায়?
সেথা যে তোমারে পাই,
সে ’তুমি’ আমার সর্বকালের
আর কেহ সেথা নাই।

বহিরাঙ্গনে বিমার্গধামে
তোমার ফেরা সুদূরে বিজনে
মহাসমারোহে সকল আসরে-
বাসরে আমায় ছেড়ে,
যবে তা দেখা, নিপীড়নে একা
গহীন অন্ধকারে।

যাতনাভারে শুধু চেয়ে রওয়া,
সুধাবশেষ কুড়িয়ে লওয়া,
আপনার ধামে ফিরে চলে যাওয়া,
কণা সুধা ধরে প্রাণে,
কল্পতরু রচিয়া ফেরা
তোমারি অন্বেষণে।



কনে

প্রতি নিশীথে কনের বেশে
হিয়ার দুয়ারে দাঁড়াও এসে,
আকুল নয়ানে চাহ মোর পানে
প্রাণের প্রতিমা হয়ে,
সাজানো বাসরে না এসে গান
গেয়ে যাও বরাভয়ে।

কনে হলে যদি কেন নিরবধি
বিভাসা দুয়ারপাড়ে?
দীপাবলীতলে না এসে না রহ
আকুলিত বাহুডোরে!

কল্পতরুর কুসুম হয়ে
পাতার অন্তরালে
জনম কাটানো অধরাঙ্গনে,
বিভাসা হৃদয়তলে!

তব ছবি শুধু দেখে যাওয়া রাতে
বিদূরালব্ধতায়,
তোমার ভাষা বুঝিতে না পারা
স্বপ্নের ঠিকানায়।

জীবনের শত প্রহেলিকাধারে
রয়ে যাওয়া, তবু ফেরা সে নীড়ে,
নিশীথে যে তুমি আসিবে এ দ্বারে
আবার কনের বেশে,
মোর পানে জানি চাহিবে আবার
দুয়ারপ্রান্তে হেসে।

এ প্রাপ্তি নিয়ে মোর বিচরণ
ভুবনের সব কোনে,
আলোকিত প্রাণে আঁধারাঙ্গনে
না পাওয়ার বিজনে।

এমন করেই যেন পাই

এমন করেই যেন তোমারে সতত কাছে পাই।
প্রাতের তপন যবে উদয়ের সীমানায়
গগনে আবির ঢেলে ভুবন রাঙ্গিয়ে যায়,
বিহঙ্গ মুখর হয় কাননে-আঙ্গিনাছায়,
বনপাড়ে যবে কলি আঁখি মেলে হেসে চায়,
অলি গুঞ্জরণে গেয়ে যায়;

সে ক্ষণেও তুমি মোরে জড়িয়ে দু'বাহুডোরে
আবেশ মগ্ন নিরালায়,
তখনো আমার কানে ভৈরবী রাগ বুঝি
প্রাণের কাহিনী কয়ে যায়!

এটুকু সুখের আশা হৃদয়েতে প্রতিভাসা
আছিলো আমার সাধনায়,
বাসনালব্ধ তোমারে নীড়ে যেন কাছে পাই,
আবার কখনো না হারাই।

রাতের প্রহরে কোটী গ্রহ-তারা চেয়ে রয়,
খোলা বাতায়নে মোদের প্রণয় হেরিয়া যায়,
আবেশে মগ্ন রয়, কেহবা অশ্রু ঝরায়,
না পাওয়ার ব্যথা সয়ে যায়,
ওদের সে আঁখিধারে সকল কাননপাড়ে
নিশির শিশির ঝরে যায়।

নীরব দ্বিপ্রহরে মোর কেবলি তোমারে স্মরে
শত কাজে লাজে রয়ে যাওয়া,
কোকিলের হাহাকারে মুখর কাননপাড়ে
কেবলি তোমারে পেতে চাওয়া।

দিবসের প্রান্তিকে কনক আলোকে শোকে
আঁখি দূরে পথপানে চায়,
তোমারে দেখার আশে পরান কুহরে মরে
তুমি মোর শত কামনায়!

যখন তোমার ছায়া দিগভালে ভেসে আসা,
নীড়মাঝে সহসা লুকাই,
জানি তুমি উড়ে এসে মোরে জড়াবে আবেশে
সেক্ষণের কাল গুনে যাই।

এমন করেই যেন সকল ঋতুতে সদা
প্রভাতে-দিবসে-রাতে তুমি প্রাণে রহ বাঁধা,
এমনি অনুরাগে আমার প্রণয়ভাগে
তুমি ভালেবেসো গো সদা;
তুমি আমারি পরানে রহিও বাঁধা!

একটিই তুমি

যেথা আর কারো নাহি আগমন,
যেথায় প্রাণের গহণ,
সেথায় তোমার তরে যে আমার
অহর্নিশ বিচরণ।

পরান যে যাচে তোমায় কাছে
সদা সুধা আহরিতে,
হিয়ার গোপন কোঠরে পশিয়া
তোমারেই আবৃতে।

সে কামনাধার সকল প্রহর
বয়ে চলে তব তরে,
আর কারো সেথা নাহি প্রাধিকার-
তোমার সে সুধা ধারে।

তোমার মাধুরী সমারোহে ধারী
বিভাসিত মন-প্রাণ,
আমার ভুবনে শ্রাবণে-ফাগুনে
তুমি মোর রচা গান।

সে গান প্রলয়ে দীপাবলী জ্বালে,
মরুতে বহায় নদী,
সে সুর সদা প্রাণে সুমধুর
বেজে চলে নিরবধি।

ভালোবাসা মোরে কত সুধা দিলো
প্রাণজুড়ে সবকালে,
আমার ভুবনে একান্তে গোপনে
তুমি বাঁধা হিয়াতলে।

আরাধ্য

আরাধ্য, তুমি এলে এ শ্রাবণ রাতে,
ঘনঘটাধারে ভুবন প্লাবিত
নিদ নাহি আঁখিপাতে,
প্রার্থিত, আজি এলে মোরে দেখা দিতে।

কভু দেখা তব চাহনী স্বপনে,
মুখছবি দূর গগনে,
কভু তোমারে হেরা নির্জনে
ছায়াবীথি তলে কাননে।

মোর চলা যেথা, তুমি আছ সেথা,
আমার প্রাণের গহীনে,
আরাধ্য, তুমি দেখা দিলে আজি
আকুলিত এ শ্রাবণে।

কেমন করিয়া বরিবো তোমারে
এমন বরিষ প্রহরে?
কোথা এ ক্ষণে স্থাপিবো তোমায়,
কেমনে রাখিবো ধরে?

মোর ভুবনের কাননে কাননে
সহস্র ফুলসনে,
জলদে, গিরিতে, মরুতে, সাগরে,
প্রবাহিত সমীরণে-

সতত বিরাজিলে, হে প্রেয়ান,
বিকশিলে মোর প্রাণে,
হিয়ার প্রাণিত অর্ঘ্য-লব্ধ
তুমি নীড়ে মোর শ্রাবণে।

পরশে কভু না ছিলে তুমি;
আজিকে শ্রাবণধারে
আগমন তব মোর কুটীরে
প্রার্থিত অভিসারে।

ভুবনের পাড়ে তুচ্ছ নীড়ে
আছে কিছু তব তরে?
কেমনে প্রমদ তুষ্টি তোমারে,
কেমনে রাখিবো ধরে?

নিভিয়ে নীড়ের ম্লান সে প্রদীপ
সহস্র দীপাবলী
সকল অলিন্দে, সব কোনে কোনে
এক্ষণে জ্বালিয়ে চলি।

আরো কাছাকাছি পশিতে তোমার
অর্ঘ্য রচি বিহ্বলি,
প্রাণের সকল সুধা নির্যাসে
মাধুরী ঢালিয়া চলি।

প্রাণের প্রদীপে আলোকিতাসন
নীড়মাঝে স্থাপনি,
এলে এ নীড়ে আমার শ্রাবণে
হেথায় বসিবে জানি।

সব আয়োজন পূর্ণ করিয়া
চাহি যবে তব পানে,
কোথা তুমি, হে প্রত্যাশা মোর,
ত্যাজিলে আকুল শ্রাবণে!

শুন্য কুটীর দীপাবলীধারে,
পুষ্পে-মাল্যে-আসনে,
শ্রাবণ রোদনে শুধু হাহাকারে
প্রলীন হলে অজান্তে।

অতলে প্রতীক্ষ্য

প্রভাতে যবে কাননপাড়ে
কী আনন্দে বিকশিত!
কত গানে প্রাণে অবগাহনে
চলা ছিলো প্রতীত।

সে ক্ষণে গগনে পক্ষ প্রসারী
কতবার ফিরে চলা!
কাননে কাননে শত সখী সনে
হৃদয়ের কথা বলা।

যা কিছু পাওয়ার ছিলো যতবার,
সবি তো হলো আমার,
পৃথিবীর কাছে আরো কি আছে
কিছু চেয়ে নেবার!

জীবন আমারে কভু কোনদিন
কহিলো না: ফিরে যাও,
প্রতিদিন মোর এত নেয়া হলো,
ধরা কহে: আরো নাও।

আপনার ডানা ভেঙ্গেছি অকালে,
সাধ জাগে উড়িবার,
সুনীলে সুনীলে অবিরতধারে
অসীমতায় বার বার।

বিশাল নীলিমা বক্ষ প্রসারি
আহ্বানে: ওরে আয়,
মোর অসীমে ডানা বিস্তারি
উড়ে চল অজানায়।

উর্ধে-নিম্নে, সমুখে-পিছনে
সীমা অসীমের খেলা,
দেখে যাও, আহরি লও হে সবি
আপনাতে সারাবেলা।

ভগ্ন-পক্ষ, অতলে প্রতীক্ষ্য,
নীলিমায় চাওয়া বৃথা,
কত সাবলীলে সবে সুনীলে
কেলিতে মগ্ন সদা!

আমি যে ভূতলে নিবিড় গহীনে,
উড়িবারে প্রাণ চায়,
ভগ্ন ডানা, উড়িতে মানা,
শুধু চাওয়া নীলিমায়!

আপনার নীড়ে আসিনি তো ফিরে,
নয়নে শ্রাবণধার,
বক্ষজুড়ে নীরব আঁধারে
বিষন্নতা-পাহাড়

রচে যাওয়া মোর সকল প্রহর
তার তরে, যার বসে
কাঁদা দিনমান, শ্রাবণ-ফাগুন
কেবলি আমার আশে।

আমি তো ছিনু আন বাহুডোরে
অজানা কাহার নীড়ে,
ভগ্ন ডানায় যবে ফেরা, সে'তো
বিলীন স্তব্ধ আঁধারে!

ভুবন কি মোরে দেয়নি তাহারে,
যে ছিলো মোর ডানা!
তাহারে লইয়া উড়ে চলা কভু
না হলো বিরচনা।

সে সুধাবারি কভু না আহরি
মোর সদা বিচরণ
আঁধারেতে রয়ে যেতে অবিরত,
বিমার্গ প্রপতন।

যাচনা

সবে পুছে মোরে কেন তব তরে
হৃদয় কুহরে মরে?
কেন আর কারে না কোন প্রহরে
পরান না খুঁজে ফিরে?

হিয়ার ভাষা না বোঝা কাহারো,
সেথা লিখা তব নাম,
প্রজ্জ্বলিত দীপশিখাসম
দিবানিশি অবিরাম।

তব ছবিখানি না হেরা কভুও
আঁকা এ হৃদয়তলে,
লুকানো সে স্মৃতি চোখের আড়ালে
অদৃশ্য দীপভালে।

সবার যে জানা, যেটুকু শোনা
বিরচিত সুরে গানে,
কথামৃতে, লিপিতে, পাষাণে,
অর্ঘ্যে তোমারি পানে।

মোর পরানের অন্তরালে,
যেথা তব বিচরণ
দিবসে নিশীথে শুধু মোর সাথে
নয়নে রেখে নয়ন।

সেথা যে মোদের সদা ভালোবাসা,
সদা মোদের মিলন,
সে পরশ শুধু দোঁহার তরে,
দু’জনার প্রব্রাজন।

সদা যাচা যে পরশটুকু
বিশুষ্ক প্রান্তরে,
কারো না বোঝা কী সুনিবীড়ে
বিরাজিছে অন্তরে।

সে’যে অদেখা, কত সুধামাখা
চলা স্পর্শিত দানে,
যেথায় মোদের সদা অবগাহন
ভরা ভাদরের বানে।

তুমি বঁধু মোর বাসনা-কামনা,
আমার যত যাচনা,
হৃদয়ে আমার সদা তব বাস
হে মোর শ্রেষ্ঠ রচনা।

যদি দেখা না হতো

সেদিন যদি দেখা না হতো
ভুবন কি থেমে যেতো?
নিলীমা সকল নীল হারাতো?
দিবাকর না চাহিতো?
যদি দেখা নাহি হতো?

সেদিন গগনে শশী না হাসিতো?
তারা আঁখি না মেলিতো?
রজনী কি গো আঁধারে রহিতো?
যদি দেখা নাহি হতো?

সেদিন যদি সে না আসিতো
তটিনী থামিয়া যেতো?
বনে বনে কলি না চাহিতো?
অলি না গুঞ্জরিতো?
যদি দেখা নাহি হতো?

বিহঙ্গ কি তদা না গাহিতো?
কানন আঁধারে রহিতো?
বাহিত সমীর স্তব্ধ হতো?
যদি সেদিন না হাসিতো
পৃথিবী আকুল হতো?

সেদিন যদি দেখা না হতো
পাতারা অকালে ঝরিতো?
সাত সমুদ্র লহরি রহিত?
শ্রাবণ কভু না ঝরিতো?
গানের খাতা কি রয়ে যেতো তদা
চিরতরে অলিখিত?

সে’তো তাই এলো বনে,
আমার শুন্য ব্যাকুল প্রাণে
সুধাবারি ঢেলে দিতে,
তাই এলো মোর সনে।

সেদিন সকলে আঁখি মেলিলো,
সকলে আবার কত হাসিলো!
সুরে-গানে ভুবন ভরিলো,
ভরা নদী বহিলো;
সেদিন যে সে এসেছিলো।

আজিকে দু:খভার নাহি কোথা,
তিরোহিত শত ব্যথা,
পূর্ণতা শুধু বহা অবিরাম,
অবারিত সুখগাথা।
এতো সুধাবারি কোথায় ছিলো?
সেদিন যে সে এলো!

কত রং ধনু ছড়িয়ে গেলো
বর্ণহীন ভুবনে,
ভালোবাসা-বারি শুধু ঢেলে গেলো
আমার শুন্য প্রাণে।

এতটুকু শুধু দেয়া নেয়া দেখা
অপার মাধুরী মাখা,
হৃদয়ে রাখা যত কথামালা,
সকল অর্ঘ্য-ডালা
পূর্ণ হলো সে ক্ষণে,
সে’যে এলো মোর সনে!

স্বর্গ-মোহিনী

একদা ফাগুনে বনে হাজারো কুসুম সনে
সুরভিত কোন অঙ্গনে
হেরিনু তোমার ছায়া: কী অপার মোহমায়া,
ফাগুনবাহিত সমীরণে!

সে হতে হৃদয় মাঝে রহিলে দীপ্ত সাজে
চিরজনমের ভালোবাসা,
তোমারে দেখা আকুলে হৃদয়ের দ্বার খুলে,
হে মোর প্রতীত প্রত্যাশা।

কল্পনার মহালোকে নয়নে নয়ন রেখে
তোমারে জড়িয়ে বিচরণ,
হৃদয়েতে ছবি হয়ে সতত গেলে গো রয়ে
বিরহিত সব পরশন।

প্রাণের কোঠরে রাখা বিমূর্ততায় ঢাকা
অধরা আমার ভালোবাসা,
প্রেমের বাঁধনে বাঁধা হিয়ার অপার সুধা,
সহস্র কালের প্রত্যাশা।

ছবি হয়ে রয়ে গেলে হৃদয়ের দিগভালে
দেখা দিলে হয়ে দীর্ঘশ্বাস,
কতনা যতনে আঁকা কল্পনার দীপশিখা,
অস্পর্শতায় যে তব বাস!

কাননে কুসুমঘেরা আর কভু নাহি হেরা
তোমার মূর্ত কায়াখানি,
স্বপ্নচারিনী সতত বিমূর্ততায় প্রতীত,
শাশ্বতী, স্বর্গ-মোহিনী!

প্রণয়-বিবশা রজনী

প্রলয়ের বাঁশি আজি ফাল্গুনী হয়ে বাজে
আমার আকুল হিয়ামাঝে,
গগনে প্রলয় ধায়, কুটীরে প্রশান্ত বায়,
তোমার আসা যে নবসাজে!

আজিকে শ্রাবণধারা অঝোরে ঝরিয়া সারা,
বসুধা বক্ষ বিদারা,
গগনে ঘন আঁধার, কাননে প্রলয়ধার,
ভুবন হলো গো দিশেহারা।

শুধু মোর নীড় মাঝে ফাল্গুনী চলে বেজে,
তুমি যে এলে শ্রাবণগানে,
অঝোর প্রলয়ধার, গহণ ঘন আঁধার
বিদূরিত তব আগমনে।

প্রলয়বাহিত প্রাঙ্গনে শত গানে
ফাগুনের ফিরে ফিরে চলা,
শ্রাবণের আঁখিধার-শত বিহঙ্গবিহার
আমার ভুবনে ডানামেলা।

প্রলয়-নিনাদ আজি ফাগুনের গান হয়ে
বেজে চলে হৃদয়তলে,
বজ্রানল যেন পরানের শিখা হেন
আকুতি ঝরায় ব্যাকুলে।

দীপ্ত বজ্রানলে, মেঘের বিলঙঘনে
প্রণয়-বিবশা রজনী,
জলদকন্ঠে এক্ষণে বেজে চলে দু'টি প্রাণে
দুজনার মিলনের বাণী।

অশান্ত এ প্রাণে তুমি নিশীথের গান হয়ে
অবিরাম কেবলি ঝরিলে,
এমন প্রলয়ভাগে কী আকুল অনুরাগে
আমার পরানে বিকশিলে!

নির্গুঢ় বিচরণ

নিশীথে না মোর সনে, নির্গুঢ় বনে বনে
বিহঙ্গ বেঁধেছ তুমি বাসা,
প্রাতের রাগিনীধারে আমার কাননপাড়ে
কেন তবে ফিরে ফিরে আসা?

নিশীথের গান হয়ে আমার সাজানো নীড়ে
কেন না রহা মোর নীড়ে?
কেন গোধূলিপ্রান্তে বিলীন ম্লান দিগন্তে,
মোরে ত্যাজা বিরহ প্রপাতে?

সারাটি জনম বঁধু ভৈরবী রাগে শুধু
তোমার আমার আলাপন,
দিবসের দীপ্ততায় বনপথে, কুঞ্জছায়
চাওয়া-না পাওয়ার আলোড়ন।

প্রলীন দিগন্তে যবে অজানা সীমান্তে তোমার
উড়ে যাওয়া পিছু না ফিরে,
প্রভাতের সুখস্মৃতি ফিরে ফিরে আসে নিতি
আমার শ্রান্ত প্রাণ ঘিরে।

বিরহের দীপাবলী নীরবে জ্বালিয়ে চলি,
পরানে বাঁধিয়া তোহে হৃদয়ের কথা বলি,
বুঝিলে কি সেই ভাষা? হিয়ার প্রতীত আশা?
যে কথার নাহি কোন শেষ,
পুরোনো প্রত্যাশা যত সাজানো হৃদয়ে সতত,
সে আশার নাহি অবশেষ।

সে কথনে নাহি ক্লান্তি, বিরহিত শত ভ্রান্তি,
বার বার তাই ফিরে বলা,
প্রদীপের আলোছায়, আঁধার নীরবতায়
বিরহ দহনে জ্বলে চলা।

নিশীথের সীমানায় যবে দীপ নিভে যায়,
শুকতারা যবে আঁখি মেলে,
আমার আঁখির ধারে সিক্ত গগন বিদারে
নিষিক্ত নিঝর বনতলে।

হৃদয়ের বারিধার বিলীন হলো আবার
তোমার ভোরের আলাপনে,
যত শোক সারা নিশি তোমারেই ভালোবাসি
মুছে গেল তব আগমনে।

যবে ভালোবাসা প্রাণে জ্বলিত অনন্তবানে,
কেমনে ফিরিবো আনপানে?
তোমারে বক্ষে রাখি নিশি কাটানো একাকী
অনন্তপ্রেম বহা প্রাণে!

অলব্ধ প্রত্যাশা

স্বপ্নগুলো সাজিয়ে নিয়ে
স্বপ্নবাসর গড়া,
জাগরণে নীড় ভেঙ্গে যায় শুধু,
কোথা তারে খুঁজে ফেরা?

ঘুমের আড়ালে মণি রাশি রাশি
হৃদয়ের কোনে কোনে,
আঁখি যবে মেলা, নিভৃতে একেলা
বিতারিত বিজনে।

হাসি-গান-খেলা, আনন্দমেলা,
সবি স্বপ্নবিলাস,
জাগরণ শুধু না পাওয়ার ভারে
নিষিক্ত পরিহাস।

যত সুধাবারি বহে ঘুমঘোরে
দিবসের ওপাড়ে,
সেথা যে তোমার বিচরণ সদা
সুখের কুঞ্জনীড়ে।
সেথা কাননে আনন্দ-গানে
চাওয়া তব মুখপানে,
সে বনে শত কলতানে রহা
সুপ্ত অবগাহনে।

তোমারে পাওয়ার আশায় আশায়
তাই মোর ফিরে আসা
রাতের আঁধারে ঘুমের ওপাড়ে
তোমারেই ভালোবাসা।

যবে জাগরণে ক্লান্ত নয়ানে
চাওয়া সুনীল গগনে,
ফাগুনের সাদা জলধর সেথা
ওড়ে অজানার পানে।

প্রজ্জ্বলিত দিবাকর কি'বা
গোধূলি কনক আভা
পরানে আমার বহায় আঁধার,
সেথা কোথা তব বিভা!

মোর হিয়া খোঁজে সে অন্তরাল
লব্ধ নীশিথ প্রহরে,
সেক্ষণে যে মোরা তব কাননে
নিদ্রা-তটিনীপাড়ে।

মোর গগনে দিনমণি হয়ে
তোমার কভু না আসা,
তুমি ওপাড়ে আপনার নীড়ে
অলব্ধ প্রত্যাশা!

চির অভিলাষ

সহস্র বছর পরে অসীমের অন্ধকারে
অথবা আলোকমালার দেশে
যবে মোর বিচরণ নক্ষত্রে অগনন
কিম্বা কানন পাদদেশে;

প্রদাহে জ্বলা নিয়ত, অথবা শান্তি সতত
সেথা, যেথা বিধিত নিবাস,
তখনো তোমার আশে রহিবো পথের পাশে-
তুমি মোর চির অভিলাষ।

ধরায় চির জনম তুমিই ছিলে প্রথম,
তুমি মোর ছিলে গো মরণ,
ধরনী-প্রান্তদেশে, অজানা এ মহাদেশে
তোমারেই বক্ষে ধারণ!

সদাই যেমন ছিলে, অধরাই রয়ে গেলে,
তবুও প্রাণের মাঝেতে বাস,
যতই দূরে সতত, তবুও প্রাণে নিয়ত:
তুমি মোর চির অভিলাষ।

অযুত যোজন দূরে আলোক বর্ষ ওপাড়ে
আঁধারে কিম্বা আলোতে
তোমারে চাওয়া আমার কভুও না পুরিবার,
না কভু বিলীন প্রপাতে।

পথচলা নিরন্তর

যতই থামিতে চাওয়া, প্রদাহ প্রশমিতে যাওয়া,
উত্থিত মহানির্দেশে,
আবার পুরোণো রথে ধাবিত নতুন পথে
নবতন প্রত্যাদেশে।

শত-সহস্রক্ষণ পথে পথে বিচরণ,
যারে খোঁজা, কোথা সে মহান?
কত শ্রান্তি নিয়ত, প্রাণ ক্ষতবিক্ষত,
সদা গাওয়া বিষণ্ন গান।

প্রাণের আকুল চাওয়া অপূর্ণ রয়ে যাওয়া,
পূর্ণতা কোথা কোন পথে?
রচিত তুমি যাহার মহানির্দেশ তার,
প্রব্রাজন পুরোনো সে রথে।

কোন সুরে কোন গান, কোন ছন্দ কোন তান,
সকলি রচিত মহাকালে,
তুমি লালিত এ ভবে, চলিবে কোথা কীভাবে,
পূর্বে স্থাপিত তব ভালে।

পরান কুহরে মরে? হৃদয় গরলধারে?
সকলি সহিবে প্রাণপাতে,
এই তো জনম তোমার, জনম জনম চলার
কভু না থামিয়া পথে পথে।

সুখের ঝর্ণাধারা পাষাণে যে গতিহারা,
দু:খের প্রাচীরে পথ ঘেরা,
চলা নিরন্তর, স্তব্ধতায় অন্তর,
অপার হুতাশে শুধু ফেরা।

অবধারিত

তুমি আসবেই সে'তো জানা ছিলো
কখন কোথায় অজানা,
না ছিনু কভু প্রতীক্ষায় তব,
আয়োজন কোন ছিলো না।

প্রহরের পর প্রহর কাটানো
হেথায় সেথায় দিবারাতি
শুধু তুমি বাদে নির্বিচারে
আর সবারে করে সাথী।

কোন ভূষণে তব আগমন,
কেমন হবে তব আভরণ,
সেটুকুও ভাবা হয়নি কভুও-
কেন'বা প্রাণে সে ভাবন!

মাঝে মাঝে প্রাণে উঁকি দিয়ে গেলে-
ভাবা তদা: সে ভুল-স্বপন,
মোর কাছে তব কী'বা প্রয়োজন
কেন মোরে তোমার গ্রহন!

পরিশেষে তুমি দিলে দেখা
যবে একাকী শয়ানে সেই রাতে,
আলিঙ্গনে বাঁধিলে মোরে
রেখে দিতে সদা আপনাতে!

কহে সকলে: কেন যাওয়া চলে
নিরলে না বলে তার সাথে?
যেন রুধিতো মোর যাওয়া চলে
সে অমানিশায় প্রাণপাতে!

এমনি ভাবা, যা না হবার
রুদ্ধ করিবে কে তার দুয়ার!
আসিবেই সে'তো সবার কাছে,
মরণ, সে'তো আসিবার!

সন্তাপে

এতো সুধাবারি হৃদয় মাধুরী,
এতো আলপন বক্ষ বিদারী,
কাছে এতো আসা, শুধু ভালোবাসা
দেহ-মন প্রতিসারী,
সকলি কি ছিলো ক্ষণিকের আলো,
নহে শিখা প্রতিগ্রাহী!

এমনি করিয়া ভুবন ভরিয়া
কেন সরে যাওয়া দূরে?
একাকী বিজনে শোকপ্রবাহণে
রহা মোর চিরতরে?

মোর ভুবন কি রহিবে এমন,
শুধু যাওয়া-আসা মাঝে?
শুধু দেখিবারে উড়িতে সবারে
সুনীলে দিবসে সাঁঝে?

ভগ্ন ডানায় নীলিমায় ভাসা
অকারণে, জানি মিছে সে আশা,
উত্তাল প্রাণে সদা আলোড়নে
সুপ্ত সে প্রত্যাশা-
শুধু আঁখিধারে দেখি তোমারে:
"ডানা মেলা ভালোবাসা"।

কত সাবলীলে সুনীলে সুনীলে
তোমার সদা বিভাসা,
আঁধার কাননে কুঞ্চিত প্রাণে
তোমারেই ভালোবাসা।

কেবলি দেখি ভরা জলধরে
তুমি সদা অবগাহনে,
তদা মোর সুধা গরলিতধারে
বহে কত আলোড়নে!

সে'তো কভু তব না জানা হায়,
কত সন্তাপে হিয়া জ্বলে যায়!
যাতনা-বারিতে হৃদয় প্রপাতে
নিরবধি তব তরে,
অনলবানে বিরহের গানে
প্রাণ মাথা কুটে মরে।



আমারে নিও চিনে

কোটী মানুষের ভীড়ে ছন্নছাড়া তিমিরে
মোর চলা শত পথ ঘুরে,
অষ্টপ্রহর যখন অন্তহীন বিচরণ
তোমারে ভুলিয়া স্মরণে;
তখনো কি বধু তুমি আমারে স্মরিবে শুধু
যতনে রাখিয়া মোরে প্রাণে?
সেদিনও কি কোলাহলে অথবা নিস্তব্ধাচলে
আমারে পরানে নিবে চিনে?

যবে কথা সুরহীন, সুরের ছন্দহীন
ফিরে চলা লহরিমালায়,
ধেয়ে চলা অজানায় তোমারে ভুলিয়া হায়
আনপানে- আন ঠিকানায়;
সেদিনও কি অনুরাগে আমার প্রলীন ভাগে
তোমার কেবলি আসা ফিরে?
তুমি শুধু মোর হয়ে রয়ে যাবে মোরই সনে,
দীপ জ্বেলে দিবে মোর নীড়ে?

যখন চাহনী আর তোমারে না দেখিবার,
অন্ধকারে শুধু ফিরে চলে
অন্ধ অমানিশাধারে, নিরংশুতার পাড়ে
প্রব্রাজনে বিস্মৃতি আড়ালে;
সেদিনও কি ভালোবেসে রয়ে যাবে মোর পাশে,
আমারে বক্ষে নিবে তুলে?
তখনো তিমির রাতে অন্বেষণান্তে প্রপাতে
আমারেই নিবে তুমি চিনে?

পথের আন্ত্যদেশে মরীচিকার প্রদেশে
আমার সায়াহ্ন উপকূলে
মুদিত মোর নয়ানে বিস্মরণের ভুবনে
ধাবিত আপন হননে,
সেই অমানিশাপাড়ে হিয়ার বিষণ্নধারে
আমার যাতনা বিচরণে,
প্রলয়ের শতধারে, গরল প্রদাহভারে,
তবু তুমি নিবে মোরে চিনে?

আকাশ কুসুম

তুমি মোর আকাশ কুসুম!
কেমনে চয়নি হায়, সুদূরের নীলিমায়
সতত তোমার বিচরণ,
সেথা রবি-শশীসনে দিবসে নিশীথে প্রাণে
উৎকলিত তোমার গাহন;
প্রাণের সুনীলে বিভাসা একটি কল্পদ্রুম
তবু তুমি অধরা কুসুম!

কেমনে শোনাবো গান? সুদূরের আহ্বান
আলোতে ছায়াতে বহমান,
সেথায় তোমার তরে মেঘমালা ঝরে পড়ে
সহস্র তারকা ধাবমান!

গিরিচূড়ে আরোহণ, জপে চলা অকারণ
প্রাণের নিষিক্ত বাণী,
তবুও তোমার না শোনা, কভুও নাহিকো জানা
আমার আকুল কাহিনী।

অধরা রহিলে দূরে, আসিলেনা বক্ষপরে
আমার বিমূর্ত কল্পনা,
কত কালের চেনা, তবু কতনা অচেনা,
হৃদয়ে প্রোথিত আলপনা।

তূলির প্রলেপে আঁকা সহস্র প্রহর দেখা,
তবু তুমি শুধু কল্পনা,
শুভ্র মেঘের চলায় তোমারে স্মরিয়া যাই,
তুমি মোর চির অচেনা।

আধেক কভুও দেখা, আধেক বিমূর্ত রেখা
কল্পলোকের বিশাখা,
কল্পনায় জ্বলিত, বিমূর্ততায় লালিত
হিয়ামাঝে কল্পনার শিখা।

আধো আলো আধো ছায় প্রজ্জ্বলিত দীপ্ততায়
আমারি তূলির পরশে
ছবি হয়ে রয়ে গেলে, কভুও কাছে না এলে,
রয়ে গেলে অরুন্ধতী-বেশে।

একদা দিবস শেষে মূর্ত মানবী বেশে
উদিত হবে কি বাহুপাশে?
নহেকো কল্পলোকে, সন্ধ্যার দীপালোকে
আসিবে কি মোরে ভালোবেসে?

মায়াবন বিহারিণী

হৃদয়ের নীলিমায় গোধূলি-প্রান্ত্যসীমায়
একই সুর আজও বেজে চলে,
যে সুরে একটি গান গেয়ে যাওয়া অবিরাম
ধারণী তোমারে হিয়াতলে।

তোমার ঠিকানা মোর অজানা জনমভর
সারাটি ভুবন খুঁজে ফেরা
ঊষার লগন হতে গোধূলির শেষ প্রান্তে
তুমি রয়ে গেলে অধরা।

সারাটি জনম মোর কাটানো কত প্রহর
সারা ভুবনের সব কোনে,
অগনিত পথরেখা, সহস্র কানন দেখা,
শত বন-নদী বিচরণে-

একটি সে সুর সদা হিয়ার বাঁধনে বাঁধা
তোমারি তরে গেয়ে যাওয়া,
সে সুর লহরি মাঝে মোর কাহিনী বিরাজে,
সেথা মোর তোহে খুঁজে পাওয়া!

প্রাণের অতলে সদা বিমূর্ত স্বর্গপ্রদা
মোর হর্ষ-বিষাদ কাহিনী,
কভুও না পরশনে হৃদয়ের অঙ্গনে
তুমি মায়াবন বিহারিণী।